জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

লোগো উদ্বোধন

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের লোগো উদ্বোধন হল মঙ্গলবার। ৬-১৩ নভেম্বর পর্যন্ত চলচ্চিত্র উৎসব। এবার ট্যাগলাইন- চলচ্চিত্র মেলায় বিশ্ব। ফোকাস কান্ট্রি পোল্যান্ড

মন্থার বৃষ্টি

দক্ষিণবঙ্গের ছয় জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টি বর্ধমান, পুরুলিয়া ও মুর্শিদাবাদে। শনিবার থেকে কমবে বৃষ্টিপাত। রবিবার পরিষ্কার আকাশ

আজ ভার্চুয়ালে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

মন্থা ঘূর্ণিঝড়ের ল্যান্ডফল উত্তাল সমুদ্র, উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি

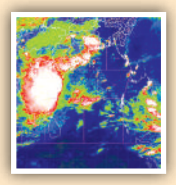

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৫৩ ● ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ ● ১১ কার্তিক ১৪৩২ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 153 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 29 OCTOBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

আবার বাংলায় এনআরসি শহিদ

মৃত প্রদীপ কর।

প্রতিবেদন : এসআইআর ঘোষণার পরই মর্মান্তিক ঘটনা বাংলায়। এনআরসি-আতঙ্কে উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহে আত্মহত্যা করলেন এক প্রৌঢ়। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বিজেপির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট কথা, বিজেপির বিভাজনের রাজনীতি, ধারাবাহিক ভয়প্রদর্শন ও বিষাক্ত প্রচারণা কেড়ে নিল একটি প্রাণ।

সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ৫৭ বছর বয়সি প্রদীপ কর আত্মহত্যা করেছেন। খড়দহ পানিহাটির ৪ মহাজ্যোতি নগরের বাসিন্দা। তিনি একটি চিরকুট লিখে গিয়েছেন, আমার মৃত্যুর জন্য এনআরসি দায়ী। বিজেপিকে নিশানায় তিনি লেখেন, ভাবতেই অবাক লাগে, বছরের পর বছর ধরে বিজেপি কীভাবে এনআরসির হুমকি দিয়ে নিরীহ নাগরিকদের উপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে, মিথ্যা-আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে। ভোটের জন্য নাগরিকদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার বিষ ছড়ানো হচ্ছে। বিজেপি সাংবিধানিক গণতন্ত্রকে এক রঙ্গমঞ্চে পরিণত করেছে। মানুষকে তাদের অস্তিত্বের অধিকার নিয়ে সন্দেহ করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

বিজেপির বিষাক্ত প্রচারে মৃত্যু : মুখ্যমন্ত্রী

এই মর্মান্তিক মৃত্যু বিজেপির সেই বিষাক্ত প্রচারণার প্রত্যক্ষ পরিণতি। যাঁরা দিল্লিতে বসে জাতীয়তাবাদ প্রচার করেন, তাঁরা সাধারণ দেশবাসীকে হতাশার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। নাগরিকরা নিজের দেশেই নিরাপদ নন, ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকছেন, এই ভেবে যে, তাঁদের না ‘বিদেশি’ করে দেওয়া হয়! (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

‘জাগোবাংলা’য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— ‘দিনের কবিতা’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

দারিদ্র নয়

দারিদ্র কোনো অপরাধ নয়
দরিদ্র ঘরের কোলে জন্ম,
দারিদ্র কোন হতাশা নয়
জীবন পবিত্র কর্মে সম্পূর্ণ।
দুঃসহ জীবন জীবনের জ্বালা
কষ্ট জীবনে সাময়িক অতিথিশালা,
মনে হয় জীবন ব্যর্থ প্রাণ
নির্মম জীবন গায় দুঃখের গান।
জীবনের গান গাও
দারিদ্রকে কর জয়,
ফুটবে মুখে হাসি
যদি কর্মকে ভালোবাসি।
কাঁদিয়া জাগিয়া পলায়ন নয়
অকারণে আঁখি অশ্রুজলে নয়,
গাও আগমনী গানের সানাই
এসো দারিদ্র সরাই।
কর্মে ধোঁয়াশা এনো না
আনো সৃষ্টি সুখের উল্লাস,
আজকে দুঃখ কালকে হাসি
হৃদয়ে জাগুক শিউলির বাতাস।

পারলে বৈধ নাম বাদ দিয়ে দেখাক নির্বাচন কমিশন

চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

প্রতিবেদন : বিজেপি বলছে এসআইআর নিয়ে তৃণমূল ভীত সন্ত্রস্ত! আজকের তারিখটা লিখে রাখুন, বাংলায় একজন বৈধ ভোটারেরও নাম বাদ গেলে ২০২৩-এ ট্রেলর দেখিয়েছিলাম, এবার পুরো সিনেমা দেখাব, নির্বাচন কমিশন ও অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, বিজেপির যত ছোট-বড় নেতা আছে, বলছে তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্ক ধসে যাবে! চ্যালেঞ্জ করছি, আপনাদের ক্ষমতা থাকলে গ্রহণ করুন। এসআইআর করার পর তৃণমূলের আসন গতবারের থেকে ১টা হলেও বাড়বে। বিজেপিকে ৫০-এ নামাব। যদি আপনারা এসআইআর করার পরও গো-হারা হারেন প্রেস ডেকে বলবেন তো বাংলার বকেয়া ২ লক্ষ কোটি টাকা ছেড়ে দেব। চ্যালেঞ্জ রইল।

ভিতরের পাতায়

- বিজেপিশাসিত অসম-সহ বাদ কেন ৫ রাজ্য, প্রশ্ন অভিষেকের
- পাশে রয়েছে তৃণমূল বরাভয় অভিষেকের
- জ্ঞানেশের মেয়ে-জামাইয়ের পোস্টিং নিয়ে প্রশ্ন অভিষেকের

তৃণমূল ভবন। সাংবাদিক সম্মেলনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার।

মঙ্গলবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে অভিষেক বলেন, বিজেপির সহকারী সংস্থা এসআইআর ঘোষণা করেছে। ছটপুজো চলছে, উৎসব চলছে, তার মধ্যেও এই ঘোষণা! আমাদের দলের অবস্থান প্রথম দিন থেকেই স্পষ্ট করেছি। এটা রিভিশন নয়, আসলে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করাই লক্ষ্য। আগে মানুষ ভোট দিয়ে দেশের সরকার নির্বাচিত করত। এখন দেশের সরকার তার পছন্দ মতো ভোটার বেছে নিচ্ছে! এদের লক্ষ্য ভোটার লিস্ট ত্রুটিমুক্ত করা নয়। এই ভোটার লিস্টেই লোকসভা, বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে। ত্রুটিমুক্ত হলে আগে (এরপর ১২ পাতায়)

এবার বিজেপিকে ৫০-এর নিচে নামিয়ে আনব

প্রতিবেদন : ২০২১ ও ২০২৪-এর ভোটে গোহারা হেরেও শিক্ষা হয়নি বিজেপির। এবার ২৬-এর বিধানসভা ভোটের আবহে রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের নামে যোগ্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত শুরু করেছে। কিন্তু এসআইআর হলেও আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূলের আসনসংখ্যা বাড়বে। এই মর্মে বিজেপিকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, এসআইআর করার পরেও ২০২১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস যে পরিমাণ আসন পেয়েছিল, ২০২৬ সালে তার থেকে একটা হলেও বাড়াব। আর বিজেপিকে ৫০-এ নামাব। ক্ষমতা থাকলে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন। (এরপর ১২ পাতায়)

আত্মহত্যার জন্য দায়ী শাহ-জ্ঞানেশ বললেন অভিষেক

প্রতিবেদন : এসআইআর ও এনআরসি-আতঙ্কে আত্মহত্যা করেছেন খড়দহের ৫৭ বছরের নাগরিক প্রদীপ কর। এই মৃত্যুর জন্য দায়ী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আর তাঁর বশংবদ নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। একজন সহ-নাগরিক এসআইআর কিংবা এনআরসি আতঙ্কে আত্মহনন করছেন এটা জানার পরেও বিজেপির কোনও চেতনা নেই। একটা নেতাও ভদ্রলোকের বাড়িতে যায়নি। পাশে কারা রয়েছে— তৃণমূল। বিজেপি ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করে। তৃণমূল মানবতার রাজনীতি করে। এসআইআর নিয়ে টানাটানি শুরু হওয়ার পরেই নেতাজিনগর, বিজন কলোনিতে দু’জনের মৃত্যু (এরপর ১২ পাতায়)

তারিখ অভিধান

১৮৯৭ পল জোসেফ গোয়েবলস

(১৮৯৭-১৯৪৫) এদিন জার্মানিতে জন্ম নেন। ১৯৩৩-১৯৪৫-এ তিনিই নাৎসি পার্টির প্রচারের দায়িত্বে ছিলেন। হিটলার-ঘনিষ্ঠ এই নেতা ইহুদিনিধন, বিদ্বেষ-প্রচার এবং মিথ্যা-প্রচারের অন্যতম কান্ডারি ছিলেন। পরবর্তীকালে নাৎসি শীর্ষনেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ বৃত্তের শেষ প্রতিনিধি ক্রুনহিল্ড, যিনি গোয়েবলস-এর সেক্রেটারি ছিলেন, তিনি স্মৃতিচারণায় জানান, গোয়েবলস মিথ্যার স্থপতি হলেও একজন কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক ছিলেন। দারুণ সব স্যুট পরতেন। ছিমছাম, চটপটে এই মানুষটি একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। এই শারীরিক খামতি ঢাকতেই তিনি খানিকটা উদ্ধতও ছিলেন। ইতিহাস বলছে, মিথ্যে কথা বলাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন গোয়েবলস।

১৯১১ অনাথবন্ধু পাঁজা

(১৯১১-১৯৩৩) এদিন মেদিনীপুরের সবং থানার অন্তর্গত জলবিন্দু গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিন বছর বয়সে বাবাকে হারান। টাউন স্কুলে ভর্তি হলেও দারিদ্র্যের কারণে পড়াশোনায় ছেদ পড়ে। এরপর বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দেন। সেখানে রিভলবার চালনা শেখেন। সেজন্য কলকাতায় যান। শিক্ষা-শেষে কলকাতা থেকে পাঁচটি রিভলবার নিয়ে মেদিনীপুরে ফেরেন। এ-সময় মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ বিপ্লবীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছিলেন। বার্জকে হত্যার উদ্দেশ্যে ২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩-এ পাঁচ বিপ্লবী— অনাথবন্ধু, মৃগেন্দ্রকুমার, নির্মলজীবন, ব্রজকিশোর ও রামকৃষ্ণ মেদিনীপুর খেলার মাঠে হাজির হন। বার্জ গাড়ি থেকে নামামাত্র তাঁকে লক্ষ্য করে অনাথবন্ধু ও মৃগেন্দ্র গুলি চালান। সশস্ত্র রক্ষীদল পাল্টা আক্রমণ চালালে অনাথবন্ধু ঘটনাস্থলেই মারা যান।

১৯৯৮ হারিকেন ঝড় মিচ

এদিন আছড়ে পড়ে। আমেরিকার হন্ডুরাসে। আটলান্টিক মহাসাগর থেকে উত্থিত ঝড়ের মধ্যে এত মারাত্মক ঝড় আগে কখনও দেখা যায়নি। ঝড়ের অভিঘাতে প্রাণ হারিয়েছিল প্রায় এগারো হাজার মানুষ।

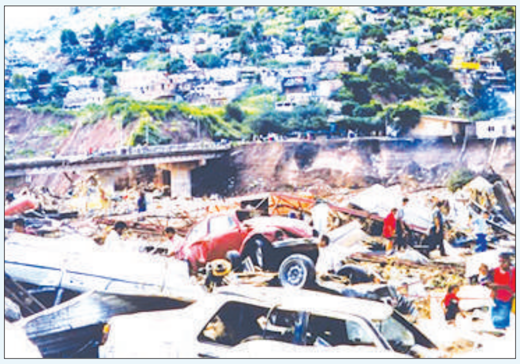

১৯২৯ এদিন ব্ল্যাক টুইসডে নামে খ্যাত।

এদিন আমেরিকার শেয়ার বাজার ওয়াল স্ট্রিটে ব্যাপক ধস নামে। পাঁচ দিন আগে ১ কোটি ৩০ লক্ষ শেয়ার বিক্রি হয়েছিল। এদিন আরও ১ কোটি ৬০ লক্ষ শেয়ার বিক্রি হয়। মহামন্দার সিঁদুরে মেঘ দেখে আতঙ্কিত হয়েছিল গোটা বিশ্ব অর্থনীতি। ইতিহাসের পাতায় তাই এই দিনটা 'কালা মঙ্গলবার' নামে পরিচিত।

১৯২৩ তুরস্ক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এদিন।

মূলত কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে এই দেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায়। মুস্তাফা কামাল পাশাই দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হন। এই কামাল পাশাকে নিয়েই কবিতা রচনা করেন কাজী নজরুল ইসলাম। লেখেন, ''কামাল! তু নে কামাল কিয়া ভাই!''

১৯১০ কালীপ্রসন্ন ঘোষ

(১৮৪৩-১৯১০) এদিন প্রয়াত হন। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী। বাংলা, ইংরেজি, ফারসি ও সংস্কৃতের পাশাপাশি ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, থিয়োলজি প্রভৃতি নিয়ে পড়াশোনা করেন। ঢাকা আদালতে দীর্ঘদিন কাজ করার পর ভাওয়ালের রাজার প্রধান কর্মচারী হিসেবে কাজ করেন। বাগ্মিতার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে ইংরেজি ও বাংলায় বক্তৃতা দিতে হত। বঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

কর্মসূচি

■ শেওড়াফুলি কৃষক বাজার ব্যবসায়ী সমিতির জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে হুগলি জেলার জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সুবীর ঘোষ। সঙ্গে ছিলেন জেলার আরএমসি সম্পাদক ফিরদৌস রহমান।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৪০

১		২	■	৩			৪
	■		■		■	■	
	■	৫			৬		
৭			■	■		■	■
■	■		■	■	৮		৯
১০			১১			■	
	■	■		■		■	
১২				■	১৩		

পাশাপাশি : ১. অবুঝ ৩. নিজের মধ্যে নিবিষ্ট ৫. অমৃতলাল বসুর নাটক ৭. উপনিবেশ ৮. ডাঁশ, বড়ো মশা ১০. ফুলের গর্ভকেশরে পরাগ ছড়ানো ১২. ব্যর্থ পরিশ্রম ১৩. কান্তি, লাবণ্য।

উপর-নিচ : ১. কর্ণের অলংকারবিশেষ ২. ব্যবসাবাণিজ্যে অর্থ খাটানো ৩. ঝোঁক, উৎসাহ ৪. দিগম্বর ৬. আনন্দনিকেতন ৯. (আল.) কঠোরপ্রকৃতি জবরদস্ত লোক ১০. পরের দিন ১১. সম্মেলন, আসর।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৩৯ : পাশাপাশি : ১. পারদর্শী ৩. ক্বণিত ৫. গণ ৬. জরুরি ৮. হিপি ১০. বকেয়া ১১. নাকচ ১৩ সই ১৫. মজুত ১৮. লোক ১৯. ভ্রমর ২০. টুকিটাকি। **উপর-নিচ :** ১. পাতশাহি ২. দনুজ ৩. ক্বণ ৪. তনু ৫. গরিব ৭. আয়াস ৯. পিনাক ১২. চমক ১৪. ইয়াংকি ১৬. তবকি ১৭. শুভ্র ১৮. লোর।

২৮ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৮৫৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৯১৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৩২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৪২৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৪২৪৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.২৯	৮৭.৬৫
ইউরো	১০৪.৩৬	১০২.০৫
পাউন্ড	১১৮.৭৭	১১৬.২৪

নজরকাড়া ইনস্টা

■ রূপম ইসলাম, সঙ্গে জিৎ গাঙ্গুলি

■ তৃণা সাহা

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

নিবেদিতার জন্মদিনে শ্রদ্ধা বাপি ঘোষের। বাগবাজারে মঙ্গলবার

জগদ্ধাত্রী পুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধনে আজ মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : চন্দননগরের পাশাপাশি এবার ঐতিহ্যশালী কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার কলকাতার পোস্তায় জগদ্ধাত্রী পুজোর মণ্ডপ থেকে তিনি ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন কৃষ্ণনগর ও চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর।

দুর্গাপুজোর বাংলায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হাত ধরেই প্রচলন হয় জগদ্ধাত্রী পুজোর। সেটা ছিল অষ্টাদশ শতাব্দী। কৃষ্ণনগর থেকে চন্দননগর, বাঁশবেড়িয়া থেকে কলকাতা এবং বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে এই জগদ্ধাত্রী পুজো। এবার কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় আরও এক নতুন পালক জুড়তে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে কৃষ্ণনগরের বেশ কিছু ক্লাব ও বারোয়ারির পুজোর উদ্বোধন হবে ভার্চুয়ালি। উদ্বোধন হবে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোও।

বিজেপিশাসিত অসম-সহ বাদ কেন ৫ রাজ্য, প্রশ্ন অভিষেকের

প্রতিবেদন : এসআইআর ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনকে বিজেপির সহযোগী সংস্থা হিসেবে উল্লেখ করে ধুয়ে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপি ও কমিশনের চক্রান্তের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে বললেন, আগামী বছর পাঁচ রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন রয়েছে। কিন্তু কৌশলে বিজেপিশাসিত অসমকে বাদ রাখা হল এসআইআর থেকে। বলা হচ্ছে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা রয়েছে বাংলায়!

যদি ইন্ডিয়ার ম্যাপ দেখেন (স্ক্রিনে দেখিয়ে), উত্তর-পূর্বের জায়গায় জুম করে দেখলে দেখা যাবে, পার্শ্ববর্তী দেশ কোনগুলি! একদিকে বাংলা, রয়েছে অসম, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুর। এসআইআর হচ্ছে শুধু বাংলায়। বাকি ৪টে রাজ্য বাদ! অথচ ১৫ দিন আগে ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশি ধরা পড়েছে। মায়ানমার বর্ডারে ৪টি রাজ্য রয়েছে। যেখানে রোহিঙ্গা আছে বলে বলা হয়। অথচ মায়ানমারের সঙ্গে বর্ডার রয়েছে মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ। এখানে বাংলার বর্ডার নেই। যদি রোহিঙ্গা প্রবেশ করে, তবে এই ৪টি রাজ্য দিয়ে ঢুকছে। আপনি যদি বলেন বাংলায় আসতে হয় তবে তাকে মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল দিয়ে আসতে হবে। এর উত্তর কমিশনকে দিতে হবে।

এসআইআর : কমিশনকে তোপ

অভিষেক বলেন, ২০০২তে যখন এসআইআর হয়েছিল তখন ২ বছর সময় লেগেছিল। এখন বলছে ২ মাসে করবে! ৫টা রাজ্যে নির্বাচন রয়েছে। কৌশলে অসমকে বাদ দিয়েছে। বিজেপি যে রাজ্যে ক্ষমতায় সেখানে এখন এসআইআর হবে না। অসমে কেন হবে না? এটা কে বেছে দিয়েছে? কার অঙ্গুলিহেলনে এসব করছে? ৫ রাজ্যের একমাত্র অসমে বিজেপির ক্ষমতায়। সেখানে এসআইআর হবে না? কমিশন সদুত্তর দিতে পারেনি। এরপরই কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে অভিষেক বলেন, আসলে ওদের উদ্দেশ্য বাংলাকে অপমান, বাংলা ভাষাকে বিদ্রুপ, বাঙালিকে বাংলাদেশি বলে দাগানো। আগেও বলেছি, একটা বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে বাংলার এক লক্ষ লোক গিয়ে কমিশনের অফিস ঘেরাও করবে। অমিত শাহর দিল্লি পুলিশ আটকে দেখাক।

হঠাৎ ঝড়ে ভাঙল সবথেকে বড় 'জগদ্ধাত্রী'

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ঘটনাস্থলে ইন্দ্রনীল ও চন্দননগরের মেয়র

সংবাদদাতা, চন্দননগর: চন্দননগরে ভেঙে পড়ল সবথেকে বড় জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মণ্ডপ। কলকাতা দেশপ্রিয় পার্কের আদলে সবথেকে বড় জগদ্ধাত্রী প্রতিমা করা হয়েছিল কানাইলালপল্লি এলাকায়। সেই মণ্ডপেরই একটা অংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছে। ঘটনায় ৭ জন জখম বলে প্রাথমিকভাবে খবর। এই অবস্থায় ওই মণ্ডপ দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। ঘটনার পরেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এলাকায় ছুটে যান বিধায়ক তথা মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও মেয়র রাম চক্রবর্তী। দাঁড়িয়ে থেকে পরিস্থিতি সামাল দেন তিনি। তদারকি করেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে। মঙ্গলবার ছিল সপ্তমী। সকাল থেকেই দর্শনার্থীরা ভিড় করেছিলেন সব থেকে বড় জগদ্ধাত্রী প্রতিমা দেখার জন্য। কিন্তু বাদ সাধে আবহাওয়া। দুপুরের পর থেকে শুরু হয় ঝোড়ো হাওয়ার পাশাপাশি বৃষ্টি। ঝড়বৃষ্টিতে কার্যত হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে ওই ৭৫ ফুটের বিশাল বড় মূর্তি। শুধু তাই নয়, ভেঙে পড়ে মণ্ডপের একাংশ। খবর পেয়ে পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। আহতদের উদ্ধার করে চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনাস্থলে আসেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী। তিনি বলেন, দুপুরের দিকে ঝোড়ো হাওয়ায় কানাইলালপল্লির প্যান্ডেল ভেঙে যায়। কয়েকজন আহত হয়েছেন। পুলিশ, দমকল, সিভিল ডিফেন্স, কর্পোরেশনের তৎপরতায় তড়িঘড়ি পরিস্থিতি সামলানো গিয়েছে। ভিতরে কেউ ছিলেন না।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। মঙ্গলবার।

নিবেদিতা-স্মরণে মুখ্যমন্ত্রী বহু পদক্ষেপ রাজ্যের

প্রতিবেদন : ভগিনী নিবেদিতার ১৫৯তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তুলে ধরলেন ভগিনী নিবেদিতাকে সম্মান জানিয়ে রাজ্য সরকারের পদক্ষেপগুলি। এক্স মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ভগিনী নিবেদিতার জন্মবার্ষিকীতে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি এই মহীয়সী নারীকে, যিনি স্বামী বিবেকানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বাংলা তথা ভারতের মানুষের সেবায়। বাঙালির জীবনে, ভারতীয় জনজীবনে এবং নারী জাগরণে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। ভগিনী নিবেদিতার সেই অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়ে কলকাতার আলিপুরে হেস্টিংস হাউসে আমরা যে জেনারেল ডিগ্রি কলেজ করেছি, আমি তার নাম রেখেছি 'সিস্টার নিবেদিতা কলেজ'। তাঁর নামে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও হয়েছে— তার পিছনেও রাজ্যের অনুমোদন ও সমর্থন আছে। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিজড়িত দুটি বাড়ি— তাঁর বাগবাজারের কর্মকেন্দ্র ও দার্জিলিংয়ের যে বাড়িতে তিনি কিছুদিন ছিলেন সেই 'রায় ভিলা'কে রাজ্য সরকারই অধিগ্রহণ করে হেরিটেজ-সম্মত সংস্কারের ব্যবস্থা করেছে। দুটি বাড়িকেই আমরা রামকৃষ্ণ মিশন তথা রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের হাতে উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য তুলে দিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, লন্ডনে ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিজড়িত বাড়িতে হেরিটেজ ব্লু প্লাক উন্মোচনের অনুষ্ঠানেও উপস্থিত ছিলাম আমি। তাঁর মানবতার আদর্শ আমাদের পাথেয় হয়ে থাক।

শ্রীভূমি শতদল ক্লাবের জগদ্ধাত্রী পুজো উদ্বোধনে মন্ত্রী সুজিত বোস। মঙ্গলবার।

নারকেলডাঙা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে আইএনটিটিইউসি রাজ্য সভাপতি সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

পাশে তৃণমূল : অভিষেক

প্রতিবেদন : এসআইআর নিয়ে বাংলার মানুষকে বরাভয় দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, আগামী ৩ মাস আমরা বাংলায়ও অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করব। মানুষের পাশে থাকব। কোনও সমস্যা হলে স্থানীয় তৃণমূলের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমরা মানুষের কাছে থাকব। একটাও ভোটারের নাম বাদ গেলে বাংলার ক্ষমতা আপনি দেখবেন জ্ঞানেশ কুমার। আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকলের পাশে থাকব। প্রয়োজনে আমি নিজেও রাস্তায় নামব। জানিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। মঙ্গলবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সেখানেই নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন অভিষেক। বুঝিয়ে দেন রাজ্যের প্রায় ৮১ হাজার বুথে এসআইআর করে তবে আগামী ফেব্রুয়ারিতে সংশোধিত ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হবে। এই আবহেই অভিষেক জানিয়ে দেন, তৃণমূলের সৈনিকরা বুথে বুথে থাকবে। বাংলার মানুষের পাশে থাকব আমরা সকলে।

জ্ঞানেশের মেয়ে-জামাইয়ের পোস্টিং নিয়ে প্রশ্ন অভিষেকের

প্রতিবেদন : রাজ্যে শুরু হয়েছে এসআইআর প্রক্রিয়া। এই নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে সরাসরি নিশানা করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর মেয়ে ও জামাইয়ের পোস্টিং নিয়েও। নির্বাচন কমিশনারের নিরপেক্ষতা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অভিষেক। এদিন সরাসরি তোপ দেগে অভিষেক বলেন, জ্ঞানেশ কুমার একটি মিশন নিয়ে এগোচ্ছেন। আর তা হল দেশকে ধ্বংস করা। যেই বিষয়টি তিনি তাঁর রাজনৈতিক 'প্রভু'-দের কাছে উপস্থাপন করতে পারবেন। পাশাপাশি জ্ঞানেশ কুমারের মেয়ে আইএএস মেধা রূপম এবং জামাই আইএএস মণীশ বনশলের পোস্টিং প্রসঙ্গেও প্রশ্ন তোলেন তৃণমূলের সেনাপতি। বলেন, এসআইআর হওয়ার চারদিন পরে ২৮ জুন মেধা রূপমকে নয়ডার জেলাশাসক (ডিএম) পোস্টে পাঠানো হয়। অন্যদিকে, ২৫ জুন এসআইআর নোটিফিকেশন জারির এক দিন পরে মণীশ বনশলকে সাহরংপুরের জেলাশাসক করা হয়। তা কি এই বিষয়টি একেবারেই কাকতালীয়?

সাফল্য পুলিশের

সংবাদদাতা, হাড়োয়া: ফিল্মি কায়দায় চুরি যাওয়া ২টি বাইক উদ্ধার তিনদিনে। পুলিশি সক্রিয়তায় গ্রেফতার অভিযুক্ত যুবক। ঘটনাটি বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানা এলাকার। চলতি মাসের ২৪ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার দুপুর নাগাদ মাদারতলা মার্কেটের পাশে একটি জামে মসজিদ থেকে চুরি যায় একটি বাইক। তারপর অভিযোগকারী হাড়োয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জবাব দেবে

নির্বাচন কমিশনের এসআইআর চালু করার কথা ঘোষণার দিনেই মর্মান্তিক একটি ছবি। এনআরসি কিংবা এসআইআরের আতঙ্ক এবং অভিঘাতে আবার শহিদ। এবার খড়দহের প্রদীপ কর। এর আগে টালিগঞ্জের দু'জনের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। ফের আর একবার। বিজেপি আসলে কী চায়? মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জায়গাটাই নষ্ট করে দিতে চাইছে। আসল লক্ষ্য ভোটব্যাঙ্ক। এভাবে ভয় পাইয়ে যদি ভোটের অঙ্কে লাভবান হয় সেই কারণেই এই ঘটনা চলছে। একটি সহজ প্রশ্ন নাগরিকদের মনের মধ্যে উঠে এসেছে। প্রায় প্রতি বছরই ভোটার তালিকা সংশোধন হয়। সংশোধনের দায়িত্বে নির্বাচন কমিশন। এই কাজ যদি নির্ভুলভাবে করা হয় তাহলে এসআইআরের কোনও প্রয়োজন পড়ে না। অন্যদিকে অনুপ্রবেশই ইস্যু হলে যাদের সঙ্গে বাংলাদেশ কিংবা মায়ানমারের সীমান্ত রয়েছে সেই রাজ্যগুলিতে এসআইআর হওয়ার কথা। কিন্তু বেছে বেছে শুধুই বাংলা কেন? রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্পষ্ট। বিশুদ্ধ ভোটার তালিকা তৈরি হোক, এটা তৃণমূল কংগ্রেস স্পষ্ট ভাষায় অনেক আগেই জানিয়েছে। পাশাপাশি এটাও বলেছে, একটি বৈধ নাম যদি বাদ দেওয়া হয় তাহলে ছেড়ে কথা বলা হবে না। নাম বাদ দেওয়ার কৌশল বের করতে গিয়ে ফাঁপরে পড়েছিল কমিশন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানতে বাধ্য হয়েছে। বাংলায় যদি এধরনের কোনও কৌশল করার চেষ্টা করে তাহলে মানুষ কিন্তু পাল্টা জবাব দিতে তৈরি।

e-mail থেকে চিঠি

বিদেশিরাও বাদ যাচ্ছেন না!

২০২৩ সালে সারা দেশে মহিলাদের উপর সংঘটিত যেসব অপরাধের ঘটনা পুলিশে নথিভুক্ত হয়েছিল তার সংখ্যাটি প্রায় সাড়ে চার লক্ষ! সারা দেশে সংঘটিত অপরাধের উপর এনসিআরবি প্রতিবছর একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশ করে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন সংস্থা ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর (এনসিআরবি) সর্বশেষ রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে গত ১ অক্টোবর। নারীনির্যাতনের এই কদর্য পরিসংখ্যানটি তা থেকেই উদ্ধৃত। ওই রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, পূর্ববর্তী দু-বছরের তুলনায় ২০২৩ সালে দেশের বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে মহিলারা সার্বিকভাবে কিছুটা বেশিই হিংসার শিকার হয়েছেন। ওই রিপোর্ট অনুসারে, ২০২৩ সালে মহিলাদের উপর সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা ৪,৪৮,২১১। সংখ্যাটির লক্ষণীয় বৃদ্ধির পরিমাণ পূর্ববর্তী দু-বছরের পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট হয় : ২০২২ সালে ৪,৪৫,২৫৬ এবং ২০২১ সালে ৪,২৮,২৭৮। পূর্ববর্তী বছরগুলির সঙ্গে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ২০২৩ সালেও নারীঘটিত অপরাধের শীর্ষে ছিল যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশ। শুধু যোগীরাজ্যেই সে-বছর মহিলাদের উপর সংঘটিত ৬৬,৩৮১টি অপরাধের ঘটনা পুলিশে নথিভুক্ত হয়েছিল। এখন বিদেশি অতিথিরাও রেহাই পাচ্ছেন না। ইন্দোরে অস্ট্রেলিয়ার দুই মহিলা ক্রিকেটার শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছেন! বিজেপি-শাসিত মধ্যপ্রদেশের এই ভয়াবহ ঘটনায় সারা দেশের মাথা হেঁট হয়েছে। অপরাধীরা আর দেশীয় মা-মেয়েদের টার্গেট করে ক্ষান্ত নয়, তাদের কালো হাত বিদেশি অতিথিদের দিকেও প্রসারিত— ভাবা যায়! আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ খেলতে একমাস ধরে ভারতে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া টিম। বৃহস্পতিবার সকাল-সকাল দুই সদস্য বেরিয়ে পড়েছিলেন ইন্দোরের পাঁচতারা হোটেল থেকে। গন্তব্য কাছেই এক কাফেটেরিয়া। সকাল ১১টা তখন। রাস্তাও জনবহুল। তাই নিরাপত্তাকর্মী সঙ্গে নেননি। হেঁটেই যাচ্ছিলেন তাঁরা। কিন্তু দিনের আলোতেই লুকিয়েছিল বিপদ। তাঁদের পিছু নেয় এক বাইকচালক। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুজনের শ্লীলতাহানি করে সে চম্পট দেয়। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গিয়েছে, সাদা জামা ও কালো টুপি পরে বাইকে বসে রয়েছে অভিযুক্ত। সে প্রথমে এক ক্রিকেটারের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। কিন্তু দুজনে একসঙ্গেই বাধা দেন। তারপর ফের বাইক ঘুরিয়ে এসে অপর ক্রিকেটারের শরীর খারাপভাবে স্পর্শ করে পালিয়ে যায় ওই দুষ্কৃতী। এই ঘটনায় কেবল মোদি-শাহ জুটির সাধের ডবল ইঞ্জিন রাজ্যটি কলঙ্কিত হয়নি, সারা ভারতের মুখে চুনকালি পড়েছে।

— তপনকুমার নাগ, টালিগঞ্জ, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

আর কত বাঙালির প্রাণ চান অমিত, সু-শু?

এসআইআর চালু হওয়ার পর আতঙ্কে মানুষ মরছে বাংলায়। আর কঙ্কাল করোটির হিসাব দিয়ে বাংলায় নির্বাচনী লাভ-ক্ষতির খতিয়ান লিখতে চাইছে বিজেপি। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, কিন্তু সেটা পূরণ হবে কিনা সন্দেহ! লিখছেন দেবাশিস পাঠক

প্রথমে ভয় দেখাও। ঘুম কেড়ে নাও। আতঙ্কিত ত্রস্ত প্রহর গড়ে তোলো চার পাশে। বিপন্ন করে তোলো মানুষকে।

তারপর অন্তিম বিন্দুতে দাঁড়িয়ে বিপন্ন প্রাণের দিকে বাড়িয়ে দাও সাহায্যের হাত। টেনে তোলো তাকে। উদ্ধার করো বিপদ থেকে।

দেখবে, সে তোমাকে ত্রাতা জ্ঞানে সদা প্রভুর মতো পুজো করবে। আর ভোট? সে তো তোমাকেই দেবে। না দিয়ে যাবে কোথায়?

এই ফর্মুলা প্রয়োগ করতে চলেছে বিজেপি এই বঙ্গে।

১৯৭২ সালে ছয় দিদি এবং একমাত্র ভাই দিলীপবাবু বাংলাদেশ থেকে এদেশে আসেন দিলীপকুমার সাহা। গত আগস্টে দক্ষিণ কলকাতার রিজেন্ট পার্ক এলাকায় তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করেছিল পুলিশ। এনআরসি হলে বাংলাদেশে পাঠানো হবে বলে আতঙ্কে ভুগছিলেন ওই ব্যক্তি। সেই আতঙ্ক থেকেই তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকার এক বাড়িতে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবার ও প্রতিবেশীরা। তাঁর কাছে বৈধ ভোটার আইডি কার্ড এবং অন্যান্য নথি ছিল। একটি সুইসাইড পাওয়া গিয়েছে। সেখানেই এত কথা লেখা ছিল।

নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী মঙ্গলবার থেকে রাজ্যে শুরু এসআইআর। তারই মাঝে মঙ্গলবারই এনআরসি আতঙ্কে পানিহাটির এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন বলেই দাবি পরিবারের। আত্মঘাতী প্রদীপ কর। বছর সাতান্নর ওই ব্যক্তি উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটির মহাজাতি নগরের বাসিন্দা। মৃতের দেহের সঙ্গে একটি সুইসাইড নোট পাওয়া গিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ওই সুইসাইড নোটে 'আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী এনআরসি' বলে স্পষ্ট লেখা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া, প্রদীপ করের মৃত্যুর ঘটনা বিজেপির ভয় এবং বিভেদের রাজনীতির ফল। বিজেপি নিরীহ মানুষদের হুমকি দিচ্ছে, মিথ্যা প্রচার করছে, আতঙ্ক ছড়াচ্ছে এবং ভোট নিয়ে নিরাপত্তাহীনতাকে অস্ত্র করেছে। গণতন্ত্রকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এই দুঃখজনক ঘটনা বিজেপি বিষাক্ত প্রচার কৌশলের ফল।... দিল্লিতে বসে ভারতীয়দের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলছে আর সাধারণ মানুষ বিদেশি বলে ঘোষণার ভয়ে আত্মহত্যা করছেন।

তিনি কেন্দ্রের জমিদারদের কাছে আর্জি জানিয়েছেন, এই 'হৃদয়হীন খেলা' চিরতরে

বন্ধ করার জন্য। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, বাংলা এনআরসি বরদাস্ত করবে না। আমাদের মাটি মা-মাটি-মানুষের। যারা ঘৃণার রাজনীতি করে তাদের সহ্য করে না। দিল্লির জমিদাররা স্পষ্ট করে শুনে নিন। বাংলা সুরক্ষা দেবে।

নাগরিকত্ব নির্ধারণ কোনও অবস্থাতেই নির্বাচন কমিশনের কাজ নয়। সুপ্রিম কোর্ট সেটা বলেও দিয়েছে। কিন্তু 'সজ্জী' জ্ঞানেশের সেকথায় কান দিলে চলে না। তিনি তো অমিত শাহ নামক 'স্বৈরতন্ত্রী'-এর প্রভুভক্ত 'পোষ্য বিশেষ'। তিনি তো ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে ভাবিত নন, তিনি নিজ পরিবারের সদস্যদের প্রাইজ পোস্টিং দিয়ে কীভাবে ভারতকে আরএসএস-এর মডেল অনুযায়ী হিন্দু বানানো যায়, সেটা নিয়ে চিন্তিত।

সেজন্যই সুপ্রিম কোর্টের নিষেধ সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে ঘুরপথে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন প্রয়োগ করছে। SIR-এর নামে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। তাতে প্রাণ বলি দিচ্ছেন দিলীপকুমার সাহা, প্রদীপ করের মতো নিরীহ মানুষ অসহায়ত্বের অন্ধকারে আটকে পড়ে। তারপর শ্মশানে আগুন নেভাতে বসাচ্ছে সিএএ ক্যাম্প। কিনতে চাইছে বাংলার আনুগত্য। কারণ, বিজেপি বাংলা-বিদ্বেষী আর বাংলা বারবার বিজেপিকে ঘাড় ধাক্কা দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ শুধু নয়, আরও অনেক রাজ্যের সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে বাংলাদেশের। অথচ শুধু বাংলায় এসআইআর হচ্ছে। বাংলা-বিরোধী কারা, বুঝতে অসুবিধা হয় না।

মায়ানমারের ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত না থাকলেও রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে আক্রমণ করা হচ্ছে বাংলাকে। ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশি ধরা পড়েছে, অসমে রোহিঙ্গা ধরা পড়েছে।

অথচ এই দুই রাজ্যে এসআইআর-এর নাম গন্ধ নেই। কেন? শুধু বাংলার ভাবমূর্তি অবশিষ্ট ভারতের কাছে মলিন করবে বলে? এটাই তো অমিত শাহ অ্যান্ড কোম্পানির উদ্দেশ্য।

আগে ভোটাররা ভোট দিয়ে সরকার নির্বাচন করত। আর এখন সরকার ঠিক করবে তারা কাদের ভোট পাবে।

' SIR করে ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্ত করা লক্ষ্য নয়। যাতে জিততে পারে সেটাই লক্ষ্য। আর যদি ভোটার লিস্ট ত্রুটিযুক্ত হয় তাহলে লোকসভা ভেঙে দেওয়া হোক অবিলম্বে। সে দম তো অমিত শাহদের নেই।

২০০২-এর SIR-এ সময় লেগেছিল দু বছর। এখন নির্বাচন কমিশন বলছে দু মাসে শেষ করবে। আগামী বছর যেসব রাজ্যে ভোট আছে, সেখানে SIR হচ্ছে, কৌশলে কেবল অসমকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ, বিজেপি ক্ষমতায় আছে সেখানে। তাই সেখানে SIR নয়। অসমে হবে না, কিন্তু বাংলায় হবে! তাহলে এক দেশ এক নির্বাচন গল্প দেয় কেন ওরা? কমিশনের কোন নিয়মে লেখা আছে এক রাজ্যে SIR হবে না অন্য রাজ্যে হবে? এর উত্তর কিন্তু কমিশন দিতে পারেনি।

বিরোধী দলনেতা গদ্দার কুলের পোদ্দার অধিকারী বারবার বলে চলেছেন এসআইআর-এ বাদ যাওয়া ভোটারদের বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত করে পুশব্যাক করা হবে। এই ধরনের মন্তব্যকে খুবই সিরিয়াসলি নিয়েছে মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষজন। কিন্তু এরকম পরিস্থিতিতে তাঁরা নিজেদের দলকেই ছেড়ে দেবেন না বলে হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। এমনকী বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলেছেন মতুয়া, নমঃশূদ্ররাও। শান্তনু ঠাকুর, নিশীথ প্রামাণিক, অসীম সরকার সকলেই ভাবছেন তাহলে বিজেপির মহা বিপদ। আর বিজেপি নেতাদের মুখে ১ কোটি ২০ লক্ষ নাম বাদের আওয়াজ শুনে মতুয়ার পাশাপাশি রাজবংশী, আদিবাসীরাও চরম আতঙ্কে রয়েছেন। দাবি করা হচ্ছে, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের বাদ দিতেই এই সংশোধন করা হচ্ছে। কিন্তু উপযুক্ত নথির অভাবে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কায় হিন্দু উদ্বাস্তুরা।

ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও আবার মতুয়া, নমঃশূদ্রদের অনেকেই এখনও নাগরিকত্ব পাননি। সেই কারণে ওই অংশের মানুষও আশঙ্কায় আছেন। এই পরিস্থিতিতে আশঙ্কা থেকেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুরকে দাবি করতে হয়েছে, এসআইআর-এ নাম বাদ গেলেও মতুয়া উদ্বাস্তুদের সিএএ-এর মাধ্যমে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। আসলে, এসআইআর হলে সবচেয়ে বেশি মতুয়া উদ্বাস্তুদের নাম কাটা যাবে, সেটা শান্তনু ঠাকুররা জানেন। কিন্তু কাঁথির মেজো খোকা বুঝে উঠতে পারছে না।

সুতরাং, খেলা আবার হবে ২০২৬-এ।

কসবায় ফ্ল্যাটের দখল ও মারধরের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে বিজেপি নেতা রাকেশ সিং ও তাঁর পুত্রকে। আবার নেতার নাবালিকা মেয়ের তরফে পাল্টা শ্লীলতাহানির অভিযোগে ধৃত ফ্ল্যাটের আসল মালিকের ছেলে

বাংলাকে বিজেপির ইচ্ছাকৃত বঞ্চনা, প্রমাণিত সুপ্রিম-রায়ে

একশো দিনের কাজ নিয়ে তোপ তৃণমূলের

প্রতিবেদন : তিনবছর বন্ধ থাকার পর ফের ১০০ দিনের কাজ চালুর নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতে বাংলার একশো দিনের কাজের টাকা বকেয়া রাখা নিয়ে মুখ পুড়েছে বিজেপির। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ওই প্রকল্পে বাংলার বকেয়া টাকা দিতে হবে কেন্দ্রকেই। একই সঙ্গে দরিদ্র মানুষের আর্থিক অবস্থা সচল রাখতে কাজও দিতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে স্বাগত জানিয়ে মঙ্গলবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। ছিলেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, প্রদীপ মজুমদার ও সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল। ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে সুপ্রিম কোর্টে বাংলার জয়ের বিষয়টি তুলে ধরেছেন তাঁরা। বৈঠকে দলের তরফে বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টের রায় সত্যের জয়! এই জয় বাংলার মানুষের জয়, যাঁরা তিন বছর ধরে চোখের জল ফেলেছেন, এই জয় তাঁদেরকেই উৎসর্গ করা হবে।

সুপ্রিম-রায়ের পর বিজেপির প্রতিহিংসামূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে গর্জে উঠে মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেন, ১০০ দিনের কাজের টাকা নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যেভাবে তিনবছর ধরে বাংলার প্রতি বঞ্চনা করেছে, তার প্রমাণ পেয়েই বাংলার প্রতি ন্যায়বিচার দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চলা এতদিনের লড়াইয়ের ফল মিলল! আবার সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল বলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে বছরের পর বছর বাংলার প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছিল কেন্দ্র। হাইকোর্টের নির্দেশ না-মেনে ঔদ্ধত্য দেখিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও মুখ থুবড়ে পড়ল জনবিরোধী, বাংলাবিরোধী বিজেপি সরকার।

■ সাংবাদিক বৈঠকে বীরবাহা হাঁসদা, প্রদীপ মজুমদার ও প্রতিমা মণ্ডল।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমাদের ন্যায্য লড়াই প্রমাণ করল— সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। অন্যদিকে, বিজেপিকে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের তীব্র ভর্ৎসনা, বাংলার ন্যায্য অধিকারের লড়াইয়ে বিজেপির ভণ্ডামি ধরা পড়ে গেছে! এটা শুধু অনৈতিক নয়, গণবিরোধীও বটে।

প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে সুপ্রিম কোর্ট বাংলায় ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে মোদি সরকারকে। এই রায় প্রমাণ করে দিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম দিনের বক্তব্যই ঠিক। বাংলাকে বঞ্চিত করতে বিজেপি সরকারের এই পদক্ষেপ ছিল অনৈতিক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সুপ্রিম কোর্ট এই বঞ্চনার অজুহাতকে প্রত্যাখ্যান করেছে। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে যে এসএলপি করেছিল, তাও এদিন খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।

বাংলার মাত্র ৬ কোটি টাকার জন্য তিনবছর ধরে ১০০ দিনের কাজের অনুমোদন বন্ধ রাখা হয় এবং সেকশন-২৭ আরোপ করা হয়। অন্যদিকে, গুজরাতে ৭১ কোটি টাকার অপব্যবহার পিএসসি মিটিংয়ে আলোচিত হলেও কোনও সেন্ট্রাল টিম সেখানে যায়নি বা সেকশন-২৭ আরোপ করা হয়নি। যোগীরাজ্যে ৪ বছরে প্রায় ৪৮.৮৮ কোটি টাকা এবং বিহারে ১৭.৭৬ কোটি টাকার তছরুপ ধরা পড়লেও সেখানে সেকশন-২৭ প্রয়োগ না করে যথারীতি টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এদিকে ২০২২ সাল থেকে বাংলার আটকে থাকা প্রাপ্য বকেয়ার পরিমাণ ৬,৯১৯ কোটি টাকা। আর বঞ্চনার কারণে তিনবছরে কাজ বন্ধ থাকায় রাজ্যের ক্ষতির পরিমাণ ৫০,৩৪৫ কোটি টাকা।

এনআরসি আতঙ্কেই মৃত্যু বিজেপিকে তোপ চন্দ্রিমার

■ মৃতের বাড়িতে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও বিধায়ক নির্মল ঘোষ।

সংবাদদাতা, খড়দহ: এনআরসির জন্য প্রথম থেকেই আতঙ্ক গ্রাস করেছিল। এরপর গোদের উপর বিষফোড়ার মতো এসে জুটল এসআইআর। এই দুইয়ের তাড়ায় অবশেষে আত্মহননের পথ বেছে নিলেন উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহ পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে ৪ নম্বর মহাজাতি নগরের বাসিন্দা প্রদীপ কর (৫৭)। এই ঘটনায় মৃতের বাড়ি গিয়ে সমবেদনা জানিয়েছেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। কেন্দ্রের একের পর এক এই কালা নীতির নিন্দা করেন মন্ত্রী। এনআরসি ও এসআইআরকেই দায়ী করেছেন তিনিও এই মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য। এদিন বিধায়ক নির্মল ঘোষকে নিয়ে মন্ত্রী যান প্রদীপবাবুর বাড়ি। সেখানে পরিবারের প্রতি শোক জানিয়ে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, এনআরসির জন্য তিনি আতঙ্কে ছিলেন। সোমবার বিকেলে এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর তিনি আরও হতাশ হয়ে পড়েন। তারপর থেকেই তিনি স্বাভাবিক ছিলেন না। রাতেই তিনি আত্মহত্যা করেন। নির্মল ঘোষ বলেন, বিজেপি সরকারের এই কর্মকাণ্ডের কারণেই দেশের এক নাগরিকের প্রাণ চলে গেল। বিজেপি আগুন নিয়ে খেলছে। প্রসঙ্গত, আত্মহত্যা আগে প্রদীপ কর একটি নোটে দাবি করেন এনআরসি আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ট্যুইট করে বলেছেন এই মর্মান্তিক মৃত্যু বিজেপির বিষাক্ত প্রচারণার প্রত্যক্ষ পরিণতি। যারা দিল্লিতে বসে জাতীয়তাবাদ প্রচার করে, তারা সাধারণ ভারতীয়দের এতটাই হতাশার দিকে ঠেলে দিয়েছে যে তারা তাদের নিজের দেশেই মারা যাচ্ছে, এই ভয়ে যে তাদের ‘বিদেশি’ ঘোষণা করা হবে।

৬ নভেম্বর থেকে শুরু চলচ্চিত্র উৎসব, উদ্বোধনে সপ্তপদী

প্রতিবেদন : দুর্গাপুজো-কালীপুজোর পর এবার চলচ্চিত্র উৎসবেরও ঢাকে কাঠি পড়ে গেল। আগামী ৬ সেপ্টেম্বর থেকেই শুরু হয়ে যাবে ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত উৎসব। এবার ফোকাস কান্ট্রি ‘পোল্যান্ড’। তবে তার আগে মঙ্গলবার চলচ্চিত্র উৎসবের লোগো উদ্বোধন ও উৎসব সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরার জন্য বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় রবীন্দ্রসদনে। হাজির ছিলেন মন্ত্রী তথা কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের চিফ অ্যাডভাইজার অরূপ বিশ্বাস, কো-অ্যাডভাইজার ইন্দ্রনীল সেন, শান্তনু বসু, হরনাথ চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, কোয়েল মল্লিক, জুন মালিয়া, পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী, জয়দীপ রায় (পোলান্ডের প্রতিনিধি)। প্রতিবারের মতো এবারও চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারও বিশেষ অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করবেন নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। নন্দন, শিশির মঞ্চ, রবীন্দ্রসদন জুড়ে আগামী ৬ নভেম্বর থেকে এক সপ্তাহ অর্থাৎ ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে উৎসব। এবারের ট্যাগলাইন— চলচ্চিত্র মেলায় বিশ্ব। উদ্বোধনী ছবি হিসাবে দেখানো হবে অজয় কর পরিচালিত উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত ১৯৬১ সালের সুপারহিট ছবি ‘সপ্তপদী’। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় থাকবেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং জুন মালিয়া। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে সবটা জানিয়েছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। জানা গিয়েছে, উদ্বোধনী মঞ্চে থাকছেন শত্রুঘ্ন সিনহা, রমেশ সিপ্পি। এবারে চলচ্চিত্র উৎসবে মোট ১৮৫টি ফিচার ফিল্ম, ৩০টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি, ৩৫ শর্ট ডকু-ফিল্ম দেখানো হবে। ১৮টি ভারতীয় ভাষা ও ৩৯টি বিদেশি ভাষার ছবি জায়গা পেয়েছে এবারের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়েছে, এবার চলচ্চিত্র উৎসবে মোট ১ হাজার ৮২৭টি সিনেমার এন্টি জমা পড়েছিল। তার মধ্যে ৩৯টি দেশের ২১৫টি সিনেমা নির্বাচিত হয়েছে। আর প্রত্যেক বছরের মতো এবারও ‘সিনে আড্ডা’র আয়োজন করা হবে, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যার নাম দিয়েছেন ‘গানে গানে সিনেমা’। আলোচনায় থাকবে লোকগান, সিনেমার গান, সিনেমায় রাগাশ্রয়ী গান, সিনেমায় রবীন্দ্রসঙ্গীত, পাশ্চাত্য সুর থেকে অনুপ্রাণিত সিনেমার গান। ৭ নভেম্বর থেকে ১২ নভেম্বর একতারা মঞ্চে বসবে এই গান-আড্ডা।

■ ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের লোগো উন্মোচনে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল সেন, অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক, অভিনেত্রী ও সাংসদ জুন মালিয়া প্রমুখ।

সুইসাইড নোটেই বিজেপির চরিত্র সুস্পষ্ট : ব্রাত্য

প্রতিবেদন : প্রথমে এনআরসি, পরে এসআইআর, কেন্দ্রের এই একের পর এক কালা নীতিতে প্রাণ যাচ্ছে নির্দোষ মানুষগুলোর। এবার এই আতঙ্কে আত্মহত্যা করেছেন খড়দহের ৫৭ বছরের নাগরিক প্রদীপ কর। এই মৃত্যুর জন্য দায়ী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আর তাঁর বশংবদ নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। নিজের সুইসাইড নোটে স্পষ্ট তিনি তাঁর মৃত্যুর জন্য এনআরসি ও এসআইআরকে দায়ী করেছেন। এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, এনআরসি-র কারণেই এই মৃত্যু। সুইসাইড নোটে ৬টি শব্দই তুলে ধরে বিজেপির রাজনৈতিক চরিত্র। ভয় দেখাও, ভাগ করো এবং শেষে প্রতারণা। দেশটাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে বিজেপি।

রাজ্য

29 October, 2025 • Wednesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্ত্রীর সামনে স্বামীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের হাটা গ্রামে। মৃতের নাম অর্জুন দলুই। ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত প্রতিবেশী জগন্নাথ সর্দার ও তার পরিবার

গণতন্ত্র নিয়ে ছেলেখেলা করবেন না, সর্বদলে এসআইআর বিরোধিতায় অরূপ-ফিরহাদরা

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার থেকে বাংলা-সহ ১২ রাজ্যে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) প্রক্রিয়া। আর এদিন বিকেলেই এসআইআর নিয়ে কলকাতায় সর্বদল বৈঠক বসে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়ালের দফতরে। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, রথীন ঘোষ ও সাংসদ বাপি হালদারের প্রতিনিধিদল বৈঠকে যোগ দিয়ে এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যা থেকে কোন কোন নথিতে নাগরিকত্ব মান্য হবে তার ইস্যুতে সরব হন। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক-সহ কমিশনের আধিকারিকদের একের পর এক প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করেন অরূপ-ফিরহাদরা। এসআইআর-এর বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে তৃণমূলের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে একযোগে প্রতিবাদে সরব হয় সিপিএম-কংগ্রেসও। এসআইআর বিরোধিতায় সর্বদল বৈঠকে তুলকালাম বাধে। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল সাফ জানিয়েছে, মানুষের গণতন্ত্র নিয়ে ছেলেখেলা করবেন না! বাংলায় একজন বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে!

সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূলের তরফে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানান, এসআইআর কিংবা সিএএ-এনআরসি নিয়ে অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে আত্মহত্যা করছেন। আজও আগরপাড়ায় এক ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়েছেন। কিছুদিন আগে কলকাতাতেও একজন আত্মহত্যা করেছিলেন। এর দায় নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে! ২০০২ সালে এসআইআর করতে দু'বছর সময় লেগেছিল। এবার ভোটের আগে তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে। মাত্র দু'মাসের মধ্যে বাংলার কোটি-কোটি মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চাইছে।

■ নির্বাচন কমিশনের সর্বদল বৈঠক থেকে বেরিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে অরূপ বিশ্বাস ও ফিরহাদ হাকিম।

কেন গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চাইছেন? কোন রাজনৈতিক দলের নির্দেশে? কাদের খুশি করতে চাইছেন? যে ম্যাপিং করা হয়েছে, তাতে স্বচ্ছতা থাকলে সাধারণ মানুষের দেখার জন্য ওয়েবসাইটে দিয়ে দিন! এছাড়াও যেখানে নদীভাঙন কিংবা বন্যা-ধসে অনেক জায়গায় মানুষের নথিপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাঁদের জন্য কমিশন কী কী ব্যবস্থা করছে তার একটা সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি চেয়েছি আমরা। এনুমারেশন ফর্মে মা-বাবার জন্মের সার্টিফিকেট চাওয়া হয়েছে। কমিশনকে বলেছি, যখন দিল্লি থেকে কলকাতায় নির্বাচন কমিশনে যুক্ত সবাই নিজের বাবা-মায়ের জন্মের সার্টিফিকেট দেখাতে পারবেন, তখনই সাধারণ মানুষের থেকে চাইবেন!

অরূপ আরও বলেন, নির্বাচন কমিশনের কোনও অধিকার নেই মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার! ভারতের নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট কমিশন দিতে পারে না। এটা এনআরসি-সিএএ চালু করার পূর্ব-পরিকল্পনা। প্রচুর সিএএ ক্যাম্প খুলে কমিশন বলছে, নাম বাদ গেলে নাকি সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব দেব। এটা বিশাল খেলা। আমরা আন্দোলনে নামব, প্রয়োজনে আইনি পথেও যাব। আবার, সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম তোপ দাগেন, বাংলায় একজনও প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করলে তার বিরোধিতা হবে। দ্বিতীয়ত, পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের বিরোধিতা করেছি আমরা। এখন একজন পরিযায়ী শ্রমিকের নাম বাদ গেলে তৃণমূল আবার রাস্তায় নামবে। ২০০২ সালের এসআইআর-এর কথা বলা হচ্ছে। তাহলে ২০০২ সালের পর যে ক'বার লোকসভা নির্বাচনে জিতে যাঁরা সাংসদ হয়েছেন, তাঁরা অবৈধ! তাহলে তো প্রধানমন্ত্রীকে সবার আগে পদত্যাগ করতে হয়। এসআইআর একটা চক্রান্ত। হাত মিলিয়ে বিজেপি আর কমিশন ভাই-ভাই, একসঙ্গে চলতে চাই! চলতে আমরা দেব না। দরকারে পা ভেঙে দেব!

■ তৃণমূল কংগ্রেস কিষান ও খেতমজুর কমিটির উদ্যোগে 'কৃষক সম্মেলন ২০২৫' অনুষ্ঠিত হল উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়াতে। মঙ্গলবার এই সম্মেলনে উপস্থিত প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, সাংসদ দোলা সেন, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম ওরফে লিটন, চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি এটিএম আবদুল্লা ওরফে রনি, বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যরা।

মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কর্মী সম্মেলন। উস্থি আশীর্বাদ ভিলাতে অনুষ্ঠিত ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পর্যবেক্ষক জাহাঙ্গির খান, দলের সুন্দরবন সাংঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জয়দেব হালদার, স্থানীয় বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ মুজিবর রহমান মোল্লা, সাংগঠনিক জেলার টিএমসিপি সভাপতি প্রীতম হালদার-সহ বিধানসভার, ব্লক ও অঞ্চল নেতৃত্ব-সহ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচুর কর্মী-সমর্থক।

ঘূর্ণিঝড় 'মন্থা' নিয়ে জরুরি বৈঠক প্রশাসনকে সতর্কবার্তা মুখ্যসচিবের

প্রতিবেদন : ঘূর্ণিঝড় 'মন্থা' সরাসরি আঘাত না করলেও প্রভাব পড়তে পারে বাংলাতেও। সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা থেকে সবরকম প্রস্তুতি বজায় রাখছে রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে জরুরি বৈঠক ডাকা হয়। মঙ্গলবার বিকেলে মুখ্যসচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা, সেচ, কৃষি, বিদ্যুৎ ও দমকল দফতরের আধিকারিকরা। আবহাওয়া দফতরের সতর্কতা অনুযায়ী, আগামী ৩০ ও ৩১ অক্টোবর রাজ্যের একাধিক জেলায় প্রবল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন মুখ্যসচিব।

তিনি জানান, উত্তরবঙ্গ ইতিমধ্যেই পরপর কয়েকটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে। তাই এবার কোনও ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। উত্তরবঙ্গকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। মুখ্যসচিব কৃষি দফতরকে নির্দেশ দেন, চাষিদের অবিলম্বে সতর্ক করতে হবে এবং ৩০ ও ৩১ অক্টোবর ফসল কাটার কাজ না করার পরামর্শ দিতে হবে, যাতে কোনও দুর্ঘটনা বা ফসলের ক্ষতি না হয়।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওই দু'দিন রাজ্যের জন্য অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হতে পারে। তাই জেলা প্রশাসন, সেচ দফতর ও বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিকদের মাঠে-ময়দানে থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে উদ্ধার ও ত্রাণ দলকে প্রস্তুত রাখার কথাও জানানো হয়েছে।

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি হতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলাতেও মাঝারি থেকে প্রবল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে নদীর জলস্তর হঠাৎ বৃদ্ধি, ভূমিধস ও বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই প্রশাসনিকভাবে সর্বত্র 'অ্যালার্ট' জারি করেছে। জেলা পর্যায়ে কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে এবং বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ দলগুলিকেও প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।

■ বারুইপুর পূর্বের গোবিন্দপুর মণ্ডল বাজারে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠানে ৩০০ দুস্থ শিশুর হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিলেন সাংসদ সায়নী ঘোষ। ছিলেন বিধায়ক বিভাস সর্দার, জেলা পরিষদের সদস্য তপনকুমার মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, কর্মাধ্যক্ষ শুকুর আলি মোল্লা, প্রধান রঞ্জিতা সর্দার, যুব সভাপতি সুব্রত মণ্ডল সহ প্রমুখ।

আছড়ে পড়ল মন্থা, ব্যাপক ক্ষতি অন্ধ্রে

প্রতিবেদন : পূর্বাভাস মতো মঙ্গলবার সন্ধ্যাতেই ল্যান্ডফল হল ঘূর্ণিঝড় মন্থার। গতিবেগ ছিল ১১০ কিমি প্রতি ঘণ্টা। অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে কাকিনাড়ার কাছে মছলিপতনম ও কলিঙ্গপতনমের মাঝে আছড়ে পড়ে এই ঘূর্ণিঝড়। ঝড়ের প্রভাবে কোনা সীমা জেলায় গাছ পড়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। উপকূলবর্তী এলাকার ৭৬ হাজার মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওড়িশায় ঝড়ের তাণ্ডবে প্রায় তছনছ ১৫টি জেলা। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হয়েছে রায়ালাসীমা, তেলেঙ্গানা, দক্ষিণ ছত্তিশগড়েও। দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দিতে এনডিআরএফ-এর বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে এর প্রভাব পড়েছে দক্ষিণবঙ্গেও। দক্ষিণের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া শুরু হয়েছিল রাত থেকেই। ওড়িশার উপকূলবর্তী এলাকাতেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হয়েছে। আজ জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদায় বজ্রপাত এবং ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে অন্ধ্রপ্রদেশে উপকূলে আছড়ে পড়ার পর শক্তি হারায়। এরপর ওড়িশার দিকে এগিয়ে যায় মন্থা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

29 October, 2025 • Wednesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

ছটপুজোয় পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে মৃত্যু হল এক কিশোরীর। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জের বড়ুয়া গ্রামে

রাজ্যের উদ্যোগে পালন রাজবংশী ভাষা দিবস

রাজবংশী ভাষা সম্মান ২০২৫ পান কুষান সম্রাট বাঁশিনাথ ডাকুয়া। তুফানগঞ্জের বাসিন্দা বাঁশিনাথ ডাকুয়া কুষান গানের শিল্পী। ২৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েছে রাজবংশী শিল্পীর হাতে।

■ ভাষা দিবসে বক্তা জগদীশ বর্মা বসুনিয়া। আছেন অভিজিৎ দে ভৌমিক-সহ অন্যরা।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : রাজ্যের উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হল রাজবংশী ভাষা দিবস। মঙ্গলবার কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজবংশী ভাষাকে সম্মান জানাতে এই অনুষ্ঠানে শামিল ছিলেন অন্যান্যরাও। এক মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল ভাষা দিবসের প্রাঙ্গণ। উপস্থিত ছিলেন লোকসভার সংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান অভিজিৎ দে ভৌমিক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, পঞ্চানন অনুরাগী গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, রাজবংশী ভাষা অ্যাকাডেমি চেয়ারম্যান হরিহর দাস, পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পঞ্চানন বর্মার প্রতিকৃতি মাল্যদান পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। রাজবংশী ভাষা দিবসে একটি বিশেষ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। রাজবংশী ভাষা সম্মান ২০২৫ পান কুষান সম্রাট বাঁশিনাথ ডাকুয়া। জানা গেছে তুফানগঞ্জের বাসিন্দা বাঁশিনাথ ডাকুয়া কুষান গানের শিল্পী। ২৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েছে রাজবংশী শিল্পীর হাতে। তিনি বলেন, রাজবংশী ভাষা দিবস দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমায় এই সম্মান দেওয়ায় আমি আপ্লুত। বৈরাতী নাচের মাধ্যমে অতিথিদের বরণ করা হয়। মনীষী পঞ্চানন বর্মার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। এরপরে প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়। সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া বলেন, রাজবংশী ভাষা অ্যাকাডেমির কার্যকলাপ তৎপরতার সঙ্গে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজবংশী সমাজের কথা ভেবে অনেক উদ্যোগ নিয়েছেন।

শ্রমিকের মৃত্যু

● ফের ভিন রাজ্যে বাংলার শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু। চেন্নাইয়ে টাওয়ার নির্মাণের কাজ করার সময় সেফটি বেল্ট ছিঁড়ে উপর থেকে নিচে পড়ে মৃত্যু হল ২২ বছর বয়সি ইয়াসিন শেখের। পুরাতন মালদহের সাহাপুর অঞ্চলের রায়পুরের সাকোরমা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। পরিবারে বৃদ্ধ বাবা-মা স্ত্রী ও মাত্র ১১ মাসের এক সন্তান রয়েছে। জানা গিয়েছে, গত শনিবার চেন্নাইয়ে টাওয়ার থেকে পড়ে মৃত্যু হয় ওই শ্রমিকের। মঙ্গলবার শ্রমিকের কফিনবন্দি দেহ বাড়িতে পৌঁছতেই নেমে আসে শোকের ছায়া। প্রশ্ন উঠেছে ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে।

ছুটে এল হাতি

● বক্সার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ছটপুজোর ঘাটের দিকে চলে আসে একটি বুনো হাতি। যাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় হ্যামিল্টনগঞ্জ বাসরা নদীর ছটপুজো ঘাটে। মঙ্গলবার সকালে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আচমকা একটি হাতি ছট ঘাটের দিকে যেতে শুরু করে। ছট ঘাটে পাহারায় থাকা বনকর্মীরা হাতিটিকে জঙ্গলে পাঠানোর চেষ্টা চালায়। পরবর্তীতে হাতিটি ছট ঘাট থেকে সড়কে চলে আসে এবং সেখান থেকে ফের জঙ্গলে প্রবেশ করে।

জরুরি বৈঠকে

● সদ্য নির্বাচিত মালদহ জেলা সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলামের উদ্যোগে জেলা পরিষদ অতিথি আবাসনে আয়োজিত হয় এক জরুরি উচ্চস্তরীয় বৈঠক। মঙ্গলবার এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলার বিভিন্ন ব্লকের সভাপতি, সংখ্যালঘু সেলের পদাধিকারী ও শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধিরা। আসন্ন পরিস্থিতিতে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা ও সাধারণ ভোটারদের পাশে থাকার বার্তা দেন তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি। তিনি নির্দেশ দেন, অঞ্চল ও বুথভিত্তিক কমিটির সদস্যরা যেন প্রতিটি যোগ্য ভোটারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করেন। নজরুল ইসলাম জানান, এসআইআর নিয়ে অযথা আতঙ্কিত না হয়ে বুথের বিএলওদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যথাযথভাবে জমা দিতে হবে।

■ ত্রাণ শিবিরেই দেওয়া হচ্ছে নথি।

দুর্গতদের পাশে প্রশাসন

বিপর্যয়ে নষ্ট নথি তৈরি হচ্ছে দ্রুত

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: উত্তরবঙ্গের বিধ্বংসী বন্যার ক্ষত এখনও শুকায়নি। গত ৫ অক্টোবর জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা ও ধূপগুড়ির গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় হঠাৎ হু হু করে ঢুকে পড়া জলে মুহূর্তে ভেসে যায় ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, এমনকী বহু মানুষের জীবনের পরিশ্রমের নথিপত্রও। এই কঠিন সময়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্য সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে বিশেষ শিবির শুরু করে। এরই মধ্যে এসআইআরের নাম করে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার খেলায় নেমেছে কেন্দ্র। এই পরিস্থিতিতে বন্যাদুর্গতদের মধ্যে বহু মানুষের আশঙ্কা, বাড়িতে যদি কেন্দ্রীয় কর্মকর্তারা নথি দেখতে আসেন, তাহলে যাঁদের কাগজ এখনও তৈরি হয়নি, তাঁদের কী হবে? এই আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়ে গেছে বহু পরিবারের। এই পরিস্থিতিতে দৃঢ়ভাবে দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকার ও তৃণমূল নেতৃত্ব। জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান ও বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে বলেছেন, যদি একটি নাগরিকেরও নাম কাটা যায় বা কাউকে হেনস্থা করা হয়, তৃণমূল কংগ্রেস রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করবে। রাজ্য সরকার দুর্গতদের পাশে রয়েছে, মানুষ ভয় পাবেন না। এখন তাঁদের সবচেয়ে বড় কাজ হল নিজেদের জীবন ও সংসারকে নতুন করে গড়ে তোলা, বাকিটা দায়িত্ব আমাদের।'' তৃণমূল নেতৃত্বের এই আশ্বাসে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে উত্তরবঙ্গের বন্যা-পীড়িত পরিবারগুলিতে। রাজ্য সরকারের মানবিক উদ্যোগ ও মুখ্যমন্ত্রীর তৎপরতায় দুর্গত মানুষেরা আবারও নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর সাহস পাচ্ছেন।

শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে ময়দানে মেয়র

■ নদীঘাট পরিষ্কার অভিযানে গৌতম দেব।

সংবাদদাতা শিলিগুড়ি: ছটপুজো শেষে শিলিগুড়ির মহানন্দা ঘাট পরিষ্কার করতে ঝাড়ু হাতে নামলেন মেয়র গৌতম দেব এবং ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। মঙ্গলবার সকালে পুজো হওয়ার পরেই দুপুর নাগাদ ঘাট চত্বরে পৌঁছন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব এবং ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার-সহ জঞ্জাল বিভাগের মেয়র পরিষদ মানিক দে। শহরের নদীতে পরিষ্কার করতে নিজেই ঝাড়ু নিয়ে ঘাটে ফেলে দেওয়া ফুল থেকে শুরু করে নানান জিনিসপত্র পরিষ্কার করতে শুরু করেন মেয়র গৌতম দেব। মেয়রের সঙ্গে হাত লাগান ডেপুটি মেয়র জঞ্জাল বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে এবং শিলিগুড়ি পুরনিগমের একাধিক আধিকারিকও। জানা গিয়েছে ছটপুজো শেষ হওয়ার পরেই সাফাই কর্মীদের মেয়র নির্দেশ দেন ঘাটকে পুনরায় আগের মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে।

পাশে পুরসভা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়াল রায়গঞ্জ পুরসভা। মঙ্গলবার রায়গঞ্জ পুরসভার প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছন। উপস্থিত ছিলেন পুরপ্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, উপ-পুরপ্রশাসক অরিন্দম সরকার, ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কো-অর্ডিনেটর পুষ্পা মজুমদার। তাঁরা পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলে তাঁদের আশ্বস্ত করেন। পাশাপাশি পরিবারটির হাতে তুলে দেওয়া হয় নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী, বস্ত্র-সহ অন্যান্য সহায়তা।

বন দফতরের তৎপরতায় উদ্ধার গন্ডার

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : সিকিম, ভুটানের জলে উত্তরের বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল একের পর এক বন্যপ্রাণীকে। জলদাপাড়া, গরুমারার বহু বন্যপ্রাণীর মৃত্যুও হয়। তবে বন দফতরের তৎপরতায় ভেসে যাওয়া একের পর এক গন্ডারকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। মঙ্গলবার বন্যায় ভেসে যাওয়া একটি মাদি গন্ডার উদ্ধার করল জলদাপাড়া বনবিভাগ। সোমবার সন্ধ্যায় ৫ অক্টোবরের বন্যায় তোর্সার জলে ভেসে যাওয়া একটি গন্ডার কোচবিহার জেলার

■ কোচবিহারের পাতলাখাওয়া থেকে উদ্ধার হয়েছে গন্ডারটি।

পাতলাখাওয়া এলাকার রসমতী জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে বন দফতর। প্রথমে গন্ডারটিকে চিহ্নিত করে বন দফতরের চিকিৎসকরা সেটিকে ট্রাঙ্কুলাইজ করেন। এরপর গাড়িতে চড়িয়ে সোনাপুর হয়ে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের চিলাপাতা জঙ্গলে ছেড়ে দেন বনকর্মীরা। গন্ডারটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার সময় একটি দমকলের গাড়িও সঙ্গে ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এটি বন্যায় ভেসে যাওয়া ১১তম গন্ডার, যেটি উদ্ধার করল জলদাপাড়া বনবিভাগ। সুস্থ অবস্থায় জঙ্গলে ছাড়লেও এই মুহূর্তে গন্ডারটিকে পর্যবেক্ষণে রাখছে বন দফতর।

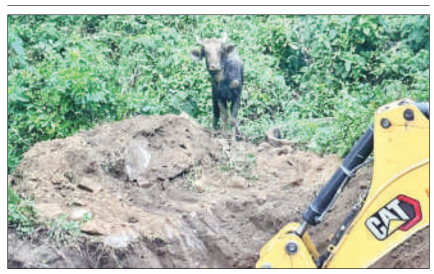

■ নাগরাকাটার চাপড়ামারির পুরনো রেলস্টেশন সংলগ্ন একটি পরিত্যক্ত গভীর কুয়ো থেকে এক মধ্যবয়স্ক মাদি গৌর বা ভারতীয় বাইসনকে সফলভাবে উদ্ধার করে বন দফতর। ভারতীয় বাইসনটি কুয়াতে পড়ে গেছে জানতে পেরেই রাজ্য বন দফতরের জলপাইগুড়ি বিভাগের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করেন।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
29 October, 2025 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

দমকা বাতাসে ভেঙে পড়ল ৪৫ ফুটের আলোক-তোরণ

ক্লাবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা পুলিশের

সংবাদদাতা, তমলুক : তমলুকে রাজ্য সড়কের উপর প্রশাসনের নির্দেশিকা অমান্য করে তৈরি করা হয়েছিল কালীপুজোর ওভারহেড আলোক তোরণ। মঙ্গলবার আচমকা বৃষ্টিতে সেই তোরণ ভেঙে পড়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পুলিশের তরফে ইতিমধ্যে ওই ক্লাবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর প্রায় আড়াইটে নাগাদ তমলুকে শুরু হয় বৃষ্টি। সঙ্গে দমকা হাওয়া। তাতেই তমলুক ব্লকের পূর্বকোলা গ্রামের হাকোলা্য এলাকায় কালীপুজো উপলক্ষে তৈরি করা প্রায় ৪৫ ফুটের আলোক তোরণ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। প্রায় ঘণ্টাখানেক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে রাধামণি-পাঁশকুড়া রাজ্য সড়ক। তমলুক থানার পুলিশ এবং পুজো কমিটির লোকজনেরা তড়িঘড়ি রাস্তা পরিষ্কার করে। কালীপুজো উপলক্ষে ২১ তারিখ থেকে চলছিল দেওয়ালি

■ ভেঙে পড়েছে আলোক তোরণ।

তমলুক

উৎসব ও ক্ষুদিরাম গ্রামীণ মেলা। যা শেষ হওয়ার কথা রবিবার। মেলার আয়োজক পূর্বকোলা শ্যামাপূজা কমিটি ও গ্রামকল্যাণ সমিতি ইয়ংস্টার ক্লাব। পুলিশ প্রশাসনের নির্দেশিকা অমান্য করে রাজ্য সড়কের ওপর দুটি ৪৫ ফুটের ওভারহেড আলোক তোরণ তৈরি করা হয়েছিল। এদিন দুপুরে যার একটি সামনের দুটি দোকানের ওপর ভেঙে পড়ে। সেই মুহূর্তে রাস্তা কিংবা দোকানের মধ্যে কেউ না থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে। গেট ভেঙে পড়ার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ঘটনার দায় স্বীকার করে মেলা কমিটির সভাপতি বিশ্বজিৎ মান্না বলেন, আমাদের ভুলত্রুটি রয়েছে। আগামী দিনে আর হবে না।

ছটপুজোয় জলে নেমে তলিয়ে গেল দুই ভাই

সংবাদদাতা, কাটোয়া : ছটপুজোয় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কাটোয়ার ভাগীরথীর দেবরাজঘাটে। স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল দুই ভাই। মঙ্গলবার সকালে। নাম শিবম সাউ (২০) ও সুজন সাউ (২৩)। দু'জনেরই বাড়ি কাটোয়ার ন্যাশনালপাড়ায়। শিবম কলেজ-পড়ুয়া। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ভোরবেলা বাবা ও কাকার সঙ্গে ছটপুজোর জন্য ভাগীরথীর ঘাটে যায় সুজন ও শিবম। পুজোর আচার পালনের পর তারা নদীতে স্নান করতে নেমে হঠাৎ পিছলে জলের গভীরে তলিয়ে যায় দুজনেই। পরিবারের সদস্যরা চিৎকার করে সাহায্য চাইলে স্থানীয় মানুষ ও পুলিশ প্রশাসন এগিয়ে

আসে। লাভ হয়নি। এরপর ডুবুরি ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের সদস্যরা তল্লাশি শুরু করে। তবে মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত দুজনেরই সন্ধান মেলেনি। ছটপুজো ঘিরে দেবরাজঘাট ও আশপাশের ঘাটে সকাল থেকে পুণ্যার্থীদের ভিড় ছিল। তাই দুই ভাইয়ের তলিয়ে যাওয়া অন্যদের নজরে আসেনি। ঘটনার পরই কাটোয়া পুরসভা ঘাটটিকে 'বিপজ্জনক' বলে ঘোষণা করার পাশাপাশি স্নানের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ব্যবস্থা হয়েছে পুলিশের নজরদারির।

পুরপ্রধান সমীর সাহা বললেন, এমন দুঃখজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সেজন্য মানুষকে সতর্ক করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

দামোদরে জলস্ফীতি, সঙ্কটে ছটব্রতীরা

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ছটপুজোকে কেন্দ্র করে ছটব্রতীদের তেমন কোনও অসুবিধা না হলেও মঙ্গলবার ভোরে চরম সমস্যায় পড়লেন। সোমবার বিকেলে এবং মঙ্গলবার সকালে ছিল ছটব্রতীদের স্নান ও পুজো। প্রতিবারের মতো এবারেও বর্ধমানে সদরঘাটে দামোদরে লক্ষাধিক মানুষের ভিড় হয়। কারও কোনও সমস্যা যাতে না হয়, সেজন্য পুলিশ, পুরসভা, কাউন্সিলার এবং ছটপুজো কমিটি একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সোমবার বিকেলে যথারীতি সবকিছু সফলভাবে হলেও মঙ্গলবার ভোরে সদরঘাটে পৌঁছে মাথায় হাত ছটব্রতীদের। দামোদরের জল আচমকা বেড়ে যাওয়ায় সমস্ত

ঘাট নষ্ট হয়ে যায়। এমনকী মহিলাদের জন্য যে আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেগুলিও জলের তলায় চলে যায়। পুলিশের ওয়াচটাওয়ার জলে পড়ে যায়। অস্থায়ী খুঁটি দিয়ে আলোর ব্যবস্থা করা হলে, জলের তোড়ে সেই খুঁটিও হেলে পড়ে জলে। ফলে চরম সমস্যায় পড়েন তাঁরা। এরই মাঝে এদিন ভিড়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি শিশু হারিয়ে যায়। যদিও আধ ঘণ্টার মধ্যেই স্বেচ্ছাসেবক এবং পুলিশের সহযোগিতায় তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে।

মন্থার প্রভাবে বৃষ্টি, দিঘায় সবাইকে সমুদ্রে যেতে মানা

■ দিঘার সৈকতে মাইক নিয়ে সতর্কবার্তা দিচ্ছে পুলিশ।

সংবাদদাতা, দিঘা : সাগরে রবিবারই জন্ম নিয়েছে ঘূর্ণিঝড় মন্থা। মঙ্গলবার অনুমান মতো ল্যান্ডফল করেছে অন্ধ্র উপকূলে। ঘূর্ণিঝড় মন্থা সক্রিয়ভাবে বাংলায় প্রভাব না ফেললেও এর জেরে মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহকারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিল হাওয়া অফিস। সেইমতো মঙ্গলবার দুপুর থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় চলল মাঝারি ধরনের বৃষ্টি। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দিঘা সমুদ্রসৈকত অন্য দিনের তুলনায় কিছুটা হলেও উত্তাল ছিল। এই সময় যাতে পর্যটকেরা সমুদ্রে না নামতে পারেন সেজন্য পুলিশের তরফে দফায় দফায় মাইকিং করা হয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ঘূর্ণিঝড়ের অভিজ্ঞতা এই প্রথম নয়। এর আগে ঘূর্ণিঝড় আমফান, ইয়াস জেলার মানুষকে বিশেষ শিক্ষা দিয়েছে। তাই আগে থেকেই মানুষ এবং প্রশাসন সতর্ক ছিল। প্রশাসনের তরফে আগামী সতর্কতা না আসা পর্যন্ত মঙ্গলবারের মধ্যে সমস্ত মৎস্যজীবীকে ডাঙায় ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি নতুন করে যাতে মৎস্যজীবীরা গভীর সমুদ্রে না যান, সেজন্য আবেদন জানানো হয়। এদিন দিঘা মোহনা ও নিউ দিঘা থানার পুলিশের তরফে বিভিন্ন এলাকায় সতর্কতামূলক প্রচার করা হয়। সকালে রোদের দেখা মিললেও দুপুরের পর থেকে কালো মেঘে আকাশ ঢেকে যায়। ঝমঝমিয়ে নামে বৃষ্টি। বিকেল পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টি চলে। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের আধিকারিক নিরঞ্জন মণ্ডল বলেন, আমরা আগেই সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছি। পূর্ব মেদিনীপুরে ঘূর্ণিঝড়ের কোনও প্রভাব না পড়লেও বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। তাই মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে। পর্যটকদের সমুদ্রে নামতে দেওয়া হয়নি।

মন্থার বৃষ্টিতে ঝাড়গ্রামে ক্ষতির শঙ্কায় ধানচাষিরা

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : আবহাওয়া দফতরের ঘূর্ণিঝড় 'মন্থা'র পূর্বাভাসে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলার গ্রামীণ জনপদে। অক্টোবরের শেষের দিকে এসে মাঠে সোনালি ধানের শিসে ভরেছে চাষের জমি। সবে ফলনের মুখ দেখেছে ফসল, এর মধ্যেই ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কায় দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে ধানচাষিদের। ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল, নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুর ব্লকে বিঘের পর বিঘে জমিতে চাষিরা ধান চাষ করেছেন। দীর্ঘ কয়েক মাসের পরিশ্রম, সার, সেচ, পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ— সব কিছুর পর এখন ধানপাকার পথে। কিন্তু হঠাৎ ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনায় আশঙ্কার মেঘ ঘনিয়েছে।

জেলা কৃষি দফতরের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে চাষিদের সতর্ক করা হয়েছে। পাকা ধান যতটা সম্ভব দ্রুত কেটে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি নিচু জমিতে জল বেরনোর ব্যবস্থা রাখতে বলা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, আগামী কয়েকদিনে 'মন্থা'র প্রভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে বাতাসের গতি বাড়তে পারে, ফলে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা।

দুর্গাপুজোর বিকল্প তাঁতিপাড়ায় বারোয়ারি জগদ্ধাত্রী

সুনীতা সিং ● বর্ধমান

পেশায় তাঁতি। দুর্গাপুজোর সময় তাই নাওয়াখাওয়ার সময় পেতেন না এলাকার পুরুষ, মহিলারা। তাঁতে তৈরি কাপড়, গামছা নিয়ে যেতে হত বিভিন্ন জায়গায়। তাই যখন পুজোর সময় সকলে আনন্দে মেতে উঠত, সেই সময় বর্ধমানের শক্তিগড় থানার নান্দুড় গ্রামের মানুষ তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য পথচেয়ে বসে থাকতেন। পুজোর আনন্দ আর করা হয়ে উঠত না। ওঁদের এই অবস্থা দেখে প্রায় ১৬ বছর আগে নান্দুড় পশ্চিম তাঁতিপাড়ায় ১০-১২ জন যুবক স্থির করেছিলেন, দুর্গাপুজোয় আনন্দ হয় না তো কী হয়েছে তাঁরা জগদ্ধাত্রীপুজো করবেন। তারপরেই

বারো ইয়ারের উদ্যোগে শুরু হয় জগদ্ধাত্রীপুজো। সেই পুজোকে কেন্দ্র করে গ্রামের সকলে মেতে ওঠেন। বাড়িতে বাড়িতে হয় আত্মীয় সমাগম। একসময় এই গ্রামের সকলেই তাঁতবোনার কাজ করতেন। বর্তমানে অনেকেই আর এই পেশার সঙ্গে যুক্ত নন। কেউ কেউ করেন চাষবাস, কেউ অন্য ব্যবসা। তবে আজও একইভাবে তাঁতিপাড়ায় পুজো হয়ে আসছে মা জগদ্ধাত্রীর। পাড়াতেই গড়া হয় প্রতিমা। মণ্ডপসজ্জা থেকে দেবীকে সাজানো— সবই করেন পাড়ার সকলে মিলে। দুর্গাপুজোর মতোই চারদিন ধরে চলে পুজো। নবমীতে হয় কুমারীপুজো। পুজোর চারদিন আয়োজন করা হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সেচখাল থেকে আদিবাসী কিশোরী নীলা মুর্মুর (১৪) দেহ উদ্ধার হয় মঙ্গলবার মেমারির ছিনুইয়ে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ। সোমবার ফকিরপাড়ার মাঠে ছাগল চরাতে যাওয়ার পর থেকেই তার খোঁজ মিলছিল না

■ ছটপুজোর পবিত্র মুহূর্তে বাদুর ঠাকুরপুকুরে সূর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন করছেন সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার।

■ মহিষাদলের নাটশালে হাইমাস্ট আলোকস্তম্ভের উদ্বোধন করেন বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী। ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য পূর্ণেন্দু জানা, নাটশাল ১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শিবপ্রসাদ বেরা-সহ অন্যেরা।

জগদ্ধাত্রী-উদ্বোধনে বিধায়ক, এসপি

■ উদ্বোধনে অজিত মাইতি, ধৃতিমান সরকার।

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : শহরের পঞ্চুর চকে অগ্নিকন্যা ক্লাবের জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করলেন পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার। এ বছর অগ্নিকন্যা ক্লাবের ১৫ তম বর্ষের পুজোর থিম 'কিশোরীবেলার পুতুলখেলা'। নারীর শৈশব, তার সৃষ্টিশীলতা ও সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে এই থিম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পিনাকী দত্ত, কোতোয়ালি থানার আইসি অমিত সিনহা মহাপাত্র, মেদিনীপুরের পুরপ্রধান সৌমেন খান-সহ স্থানীয় বিশিষ্টজনেরা।

জলে তলিয়ে নিখোঁজ

সংবাদদাতা, জামুরিয়া : ছট উৎসবের মাঝে পুকুর পারাপার করতে গিয়ে জলে ডুবে যান জামুড়িয়া বাইপাসের হোসেনগরের বাসিন্দা পান্ডে দাস (৫২)। দামোদরপুরের নিমগড়িয়ে ছট ঘাটে মঙ্গলবার সকালের ঘটনা। জানা গিয়েছে, পরিবারের সঙ্গে ছট উৎসব পালন করতে এসেছিলেন ওই ঘাটে। পরিবারের লোকজন পুকুরে নামতে নিষেধ করলেও তিনি পুকুরে নেমে পারাপারের চেষ্টা করেন। মাঝপুকুরে গিয়ে জলে তলিয়ে যান। ছট ঘাটে থাকা দুর্যোগ মোকাবিলা দল ও পুলিশ বিষয়টি লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ চালায়। কিন্তু না পাওয়ায় আসানসোল থেকে স্পিড বোড এনে খোঁজ চালানো হচ্ছে।

নাবালিকা-ধর্ষণে ৫ বছর পর পুলিশের জালে বিজেপি বিধায়কের গা-ঢাকা দেওয়া ভাইপো

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : অবশেষে গ্রেফতার হল দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুইয়ের ভাইপো। পাঁচ বছর গা-ঢাকা দিয়ে থাকার পর সে পুলিশের জালে ধরা পড়ল মঙ্গলবার। এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে। ২০২০ সালে কাঁকসার আমলাজোড়া এলাকার বাসিন্দা তথা বিজেপি নেতা সহদেব ঘড়ুইয়ের বিরুদ্ধে দলেরই কর্মীর এক নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। সহদেব দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুইয়ের ভাইপো। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই রাজ্য-রাজনীতি তোলপাড় হয়ে ওঠে। কাঁকসা থানায় নাবালিকার পরিবার অভিযোগ দায়ের করতেই অভিযুক্ত সহদেব এলাকা ছেড়ে পালায়। কাঁকসা থানার পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়েও খোঁজ পায়নি। বারবার পুলিশের পক্ষে বাড়িতে আদালতের নির্দেশনামা পাঠানোর পরেও তার কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। দীর্ঘদিন ফেরার থাকার পর দুদিন আগে কাঁকসার রাজবাঁধে একজনের বাড়িতে আসে সহদেব। মঙ্গলবার

দুর্গাপুর

■ পুলিশ পাকড়াও করে নিয়ে যাচ্ছে অভিযুক্ত সহদেবকে।

সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরোলে স্থানীয় কয়েকজন তাকে চিনতে পেরে কাঁকসা থানায় খবর দিলে পুলিশ গ্রেফতার করে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে। আদালতে তোলার সময় বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুইয়ের ভাইপো সহদেবের সাফাই, মেয়েটির সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। আমাকে রাজনৈতিকভাবে ফাঁসানো হয়েছে। বিধায়ক লক্ষ্মণ বলেন, ভাইপো নির্দোষ, সে বাড়িতেই ছিল। তাকে পুলিশ কেন গ্রেফতার করেনি তা পুলিশই জানে! সে অসুস্থ ছিল। কোথাও যায়নি। অন্য কোনও রাজ্যেও যায়নি।

এদিকে তৃণমূল জেলা সভাপতি ও বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পরিষ্কার বলেন, ত্রিপুরাতেই লুকিয়ে ছিল। রাজবাঁধে আসার খবর পেয়েই পুলিশ গিয়ে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে। এই নিয়ে গদ্দার অধিকারীকে কটাক্ষ করে বিধায়ক বলেন, এবার কি উনি ধরনা মঞ্চ করবেন? তবে আপনি না করলেও তৃণমূল করবে এই ধর্ষকের ফাঁসির দাবি জানিয়ে।

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ছট উৎসবে মাতোয়ারা খনি এলাকার মানুষ

সংবাদদাতা, পাণ্ডবেশ্বর : ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে খনি ও শিল্পাঞ্চল জুড়ে অনুষ্ঠিত হল ছট উৎসব। জাতপাত এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে উৎসবে অংশগ্রহণ করলেন হাজার হাজার মানুষ। বেশ কয়েকদিনের প্রস্তুতিপর্ব এবং ছটব্রতীদের ব্রত পালনের পর মঙ্গলবার খুব ভোরে একগলা জলে নেমে সূর্যদেবকে অর্ঘ্য দিয়ে ছট মাইয়ার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করলেন ছটব্রতীরা। পাণ্ডবেশ্বরের কুমারডিহি ও সিপি সংলগ্ন ছোট মাইয়াপুকুর ও সায়ের নামক পবিত্র পুষ্করিণীতে ভোরে সূর্যকে অর্ঘ্য দিয়ে ছোট মাইয়ার পুজো শেষ করেন ছটব্রতীরা। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না হয় সেজন্য লাইফ জ্যাকেট ও টিউব নিয়ে প্রস্তুত ছিল পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ। তৃণমূল ব্লক সভাপতি কিরীটী মুখোপাধ্যায় জানান, ছটপুজো যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নির্দেশে প্রত্যেক ঘাটে দলের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এবার পশ্চিম বর্ধমানের প্রায় ২৫ হাজার ছটব্রতীকে পুজোর ডালা দেওয়া হয় বিধায়কের তরফে।

■ নদীঘাটে ছটব্রতীদের ঢল পুজো দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

জেলা পুলিশ, রানাঘাট পুরসভার উদ্যোগে চূর্ণিতে ছটব্রতীদের ঢল

সংবাদদাতা, নদিয়া : গোটা রাজ্যের পাশাপাশি মঙ্গলবার ভোররাত থেকেই রানাঘাটের চূর্ণি নদীতে সূর্যের উদ্দেশে নদীতীরে পুজোয় রানাঘাটে চূর্ণি নদীতে ছটপুজোয় ভক্তদের ঢল নামে। সমস্ত নিয়ম মেনে সূর্যের আরাধনায় মেতে ওঠেন ছটব্রতীরা। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে বৃহন্নলাদের নৃত্যের মধ্য দিয়ে পুজো সম্পূর্ণ হয়। রানাঘাট জেলা পুলিশ প্রশাসন এবং পুরসভার উদ্যোগে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় যাতে পুজো দিতে আসা ভক্তদের কোনওরকম অসুবিধা না হয়। ভোরের আলো ফোটার আগে থেকেই বাজনার তালে তালে আনন্দ উৎসবে শামিল হন রানাঘাট এবং আশপাশের বিভিন্ন এলাকার ভক্তেরা। হাজার হাজার ভক্তের ভিড়ে চূর্ণি নদীতীরে ভোরের আলো ফোটার সময় প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ, সুসজ্জিত পুজোর ডালা মিলে অনন্য পরিবেশ সৃষ্টি করে।

হাতি-মানুষ সংঘাত রুখবে নির্মীয়মাণ ৫০ কোটির আন্ডারপাস

প্রতিবেদন : বনাঞ্চলে হাতিদের যাত্রাপথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় জনবসতি ও রাস্তাঘাট। ব্যস্ত রাস্তায় হাতি চলাচলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। বন দফতর সূত্রে খবর, দলমার বুনো হাতিরা ঝাড়খণ্ডের দলমা পাহাড় থেকে বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর পেরিয়ে ঝাড়গ্রাম হয়ে ওড়িশার দিকে যায়। সেই পথ ধরেই ফিরেও আসে। মূলত মেদিনীপুর বন বিভাগের চাঁদড়া থেকে কংসাবতী নদী পেরিয়ে মানিকপাড়ায় ঢোকে হাতির দল। সেখান থেকে খালশিউলি, সরডিহা হয়ে গুপ্তমণি সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়ক পেরোয় তারা। তারপর খড়্গপুরের জটিয়া, দুধকুণ্ডি, রোহিণী রেঞ্জ হয়ে সুবর্ণরেখা পেরিয়ে নয়াগ্রাম হয়ে ওড়িশায় চলে যায়। আগে বছরে দু-তিনবার এই পথে হাতিদের যাতায়াত থাকলেও এখন প্রতি মাসেই দু-তিনবার এই পথ ধরে হাতিদের যাতায়াত চলে। ফলে প্রায়শই অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে জাতীয় সড়ক। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে যায় মালবাহী লরি ও ট্রাক। খাবারের সন্ধানে মালবাহী গাড়িতে মাঝেমধ্যে হানাও দেয় হাতিরা। হাতি-মানুষের সংঘাত এড়ানোর পাশাপাশি হাতির যাত্রাপথ সুগম করতে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটিকে আন্ডারপাস তৈরির প্রস্তাব পাঠিয়েছিল বন দফতর। এর জন্য এলাকা পরিদর্শনের পর বন দফতরের দাবি মেনে খড়্গপুর-চিচিড়া ৪৯ নম্বর জাতীয় সড়ক অর্থাৎ বোম্বে রোডে আন্ডারপাস তৈরির অনুমতি দেন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। সেইমতো এ বছর এপ্রিলে শুরু হয়ে গিয়েছে ৫০ কোটি টাকার বাজেটে ৭ ফুট উচ্চতার একশো মিটার দীর্ঘ আন্ডারপাস নির্মাণের কাজ। জানা গিয়েছে, আপ ও ডাউন রাস্তার দুই লেনেই ৩৫০ মিটারের আন্ডারপাস তৈরি হবে। এর মধ্যে ১০০ মিটার লম্বা, ৭ ফুট উঁচু জায়গা ফাঁকা থাকবে হাতিদের যাতায়াতের জন্য। বাকি অংশে থাকবে আন্ডারপাসের গার্ডওয়াল। দেড় বছরে কাজ শেষ হবে। চালু হলে নীচ দিয়ে হাতি, উপর দিয়ে চলবে গাড়ি। ফলে ঝাড়গ্রাম ও খড়্গপুর বন বিভাগের মধ্যে হাতির দল সহজেই নিজেদের রুটে যাতায়াত করবে এবং গাড়ি চলাচলেও বিঘ্ন ঘটবে না। খড়্গপুর বন বিভাগের ডিএফও মণীশ যাদবের কথায়, হাতির করিডর এলাকায় জাতীয় সড়কে আন্ডারপাস তৈরি হলে হাতি-মানুষ সংঘাত এড়ানো সম্ভব হবে।

নাবালিকা ছাত্রী-খুনে চার্জ গঠন, সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি

পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, এই খুনের মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করে অভিযুক্তকে আইনি ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ শাস্তি যাতে দেওয়া যায়, সেই আবেদন করা হবে আদালতে।

সংবাদদাতা, বীরভূম : রামপুরহাটে সপ্তম শ্রেণির আদিবাসী নাবালিকাকে নৃশংসভাবে খুনে ধৃত শিক্ষক মনোজ পালের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার চার্জ গঠন করল রামপুরহাট আদালত। জানালেন সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায়। ৩১ তারিখ থেকে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হবে। বীরভূমের পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, এই খুনের মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করে অভিযুক্তকে আইনি ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ শাস্তি যাতে দেওয়া যায়, সেই আবেদন করা হবে আদালতে। বীরভূমের রামপুরহাটে সপ্তম শ্রেণির এই ছাত্রীর মৃত্যুর বীভৎসতা নাড়িয়ে দেয় মানুষকে। ২৮ অগাস্ট ছাত্রীর পরিবার এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগ করে থানায়। তার ভিত্তিতে শিক্ষক মনোজ পালকে আটক করে দু'দিন পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সে স্বীকার করে, ছাত্রীকে অপহরণ করে খুন করেছে। খুনের পর দেহ তিন টুকরো করে বস্তায় ভরে স্থানীয় একটি কালভার্টের নিচে ফেলে দেয়। বুধবার ভোররাতে পুলিশ অভিযুক্তকে নিয়ে ওই কালভার্টের কাছে দুটি বস্তা উদ্ধার করে। একটিতে নাবালিকার মাথার অংশ ছিল, অন্যটিতে অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ জানান, অভিযুক্ত শিক্ষককে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী আদিবাসীদের সুবিচার পাওয়ার জন্য যে ধারা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে সেই ধারাতেই মামলা হয়েছে। অভিযুক্তের সর্বোচ্চ শাস্তির আবেদন করা হবে আদালতে। পুলিশ নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আদালতে চার্জশিট পেশ করে দিয়েছিল।

উত্তরপ্রদেশে বাঙালি আদিবাসী পরিযায়ী শ্রমিক প্রতীক হেমব্রমকে থেঁতলে খুন করে রেললাইনে ফেলে দেওয়া হয়। তাঁর দেহ বীরভূমের বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হল, মঙ্গলবার রাতে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো সাংসদ সামিরুল ইসলাম, কাজল শেখ এবং স্থানীয় আদিবাসী নেতারা এই দুঃসময়ে পরিবারের পাশে থেকে মৃতকে শ্রদ্ধা জানান, শোকার্ত পরিবারকে সহমর্মিতা জানান। সব রকমের সহায়তার আশ্বাস দেন।

সংশোধনাগারে বন্দির রহস্যমৃত্যু

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার থেকে বিচারাধীন বন্দির গলায় ফাঁস লাগানো দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে শোরগোল। নাম শ্রীকান্ত গড়াই(৪২)। হুগলির একটি খুনের মামলায় বিচারাধীন। আত্মহত্যা না খুন, উঠছে প্রশ্ন। গত এক বছরে বর্ধমান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার থেকে তিনজন বন্দির গলায় ফাঁস লাগানো দেহ উদ্ধার হওয়ায় উঠছে প্রশ্ন। মঙ্গলবার ভোর ৫টা নাগাদ সংশোধনাগারের কনভিক্ট ওয়ার্ডের বাথরুমের জানালার সঙ্গে গলায় গামছার ফাঁস লাগানো অবস্থায় শ্রীকান্তকে ঝুলন্ত দেখতে পাওয়া যায়।

রসুলপুরে পরপর দোকানে চুরি চোরেরা নিয়ে গেল সিসিটিভি

সংবাদদাতা, বর্ধমান : চুরি করতে এসে নগদ টাকার পাশাপাশি বিরিয়ানি তৈরির চাল, চুড়িদার ও শাড়ি নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। শুধু তাই নয়, নিজেদের অপকর্ম আড়াল করতে একটি লেডিস গারমেন্টসের দোকানের সিসিটিভির মেশিনই তুলে নিয়ে গেল। একাধিক দোকানে পরপর এই চুরি ও চুরির চেষ্টার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল মেমারির রসুলপুর বাজার এলাকায়। সোমবার গভীর রাতে রসুলপুর বাজারের একটি চালের দোকানের শাটার ভেঙে দুষ্কৃতীরা নগদ প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ও ৫ বস্তা বিরিয়ানি তৈরির চাল নিয়ে চম্পট দেয় বলে দোকানির অভিযোগ। এরপর গহনার দোকানের শাটার ভেঙে প্রায় ৫৫ গ্রাম সোনার গহনা ও পাশের একটি গ্যাস-সিলিন্ডারের ডিস্ট্রিবিউটরের দোকান থেকে নগদ ২৫ হাজার টাকা চুরি করে বলে অভিযোগ। এছাড়াও একটি কাপড়ের দোকান থেকে বেশ কয়েক হাজার টাকা ও বেশ কিছু মহিলাদের পোশাক চুরি যায়। চোরেরা চুরির আগে সিসি ক্যামেরার তার কেটে দেয় ও কয়েকটি দোকানের ডিভিআর নিয়ে চম্পট দেয়। এখানেই শেষ নয়, রসুলপুর বাজারের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের পিছনের জানলা ভেঙে চুরির চেষ্টা করে। ব্যাঙ্কের তরফে জানানো হয়েছে, পিছনের বেশ কিছু জানালার ছিটকিনি ভাঙলেও রড কাটতে না পারায় ভিতরে ঢুকতে পারেনি। পুলিশ এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করেছে।

একই ওড়নার ফাঁসে যুগলের দেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা, বর্ধমান : অপ্রাপ্তবয়স্ক যুগলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে সোমবার চাঞ্চল্য ছড়ালো গলসির জয়কৃষ্ণপুরের সাহেবডাঙা এলাকায়। মৃত বিনু হাঁসদার (১৬) বাড়ি গলসির সাহেবডাঙায় ও মেঘনা মুর্মুর (১৪) বাড়ি আউশগ্রামের তকিপুরে। পুলিশ ও মৃতদের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কয়েক বছর ধরেই প্রণয়ের সম্পর্কে বিনু ও মেঘনা জড়িয়েছিল। তারা বিয়ের জন্যেও পরিবারের উপর চাপও দিচ্ছিল। কিন্তু বিয়ের বয়স না হওয়ায় দুই পরিবারই বিয়েতে সম্মত হয়নি। তাদের বহুবার বুঝিয়ে বিয়ের বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলা হয়। এরপরই সোমবার বিকালে খড়িনদীর পাড়ে গাছে ওড়নার ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাদের দেহ দেখতে পায় গ্রামবাসী। পুলিশ খবর পেয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

উত্তর কলকাতার মির্জাপুর জগদ্ধাত্রী পুজো সমিতির আয়োজিত জগদ্ধাত্রী পুজো দ্বিতীয় বর্ষে। এবারের থিম 'মা'। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, সংঘের প্রধান সংগঠক প্রদীপ কর, মোহনবাগান সম্পাদক দেবাশিস দত্ত ও সহসম্পাদক শান্তনু দত্ত প্রমুখ।

বাউন্সার নিয়ে দণ্ডী কাটতে এলেন বিজেপি কাউন্সিলর

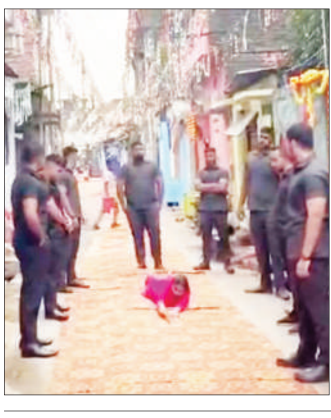

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : ছটপুজোর ঘাটে দণ্ডী কাটতে এলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর অনীতা মাহাতো। সঙ্গে একদল বাউন্সার। মঙ্গলবার সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন, নিজের ওয়ার্ডে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিতে বাউন্সার নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন কীসের! মেয়র গৌতম দেব জানান, এসব এখন ফ্যাশন! নিজের ওয়ার্ডে ঘাটে দণ্ডী কাটবেন এতে বাউন্সারের কী প্রয়োজন, প্রশ্ন তুলেছেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারও।

মালগাড়িতে প্যান্টোগ্রাফে আগুন

সংবাদদাতা, বর্ধমান : নিমো স্টেশনে মালগাড়িতে হঠাৎ করে আগুন। দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে মালগাড়ির প্যান্টোগ্রাফ। আগুন নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়া-বর্ধমান মেন শাখার নিমো স্টেশনে ঢোকার মুখে বিকেল ৫টা ৩৫ নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। ডাউনে মালগাড়িটি বর্ধমান ছাড়ার পর নিমো স্টেশনে ঢোকার আগেই হঠাৎ করে প্যান্টোগ্রাফে আগুন লেগে যায়। আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই চালক ট্রেনটি থামিয়ে দেন এবং কন্ট্রোল রুমে ফোন করেন। মেমারি থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ঘটনার জেরে সাময়িকভাবে ওই লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। প্যান্টোগ্রাফে কাপড় জাতীয় কিছু জড়িয়ে যাওয়াতেই এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কাজ করছেন রেলকর্মীরা, জানান পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক দীপ্তিময় দত্ত।

বিস্ফোরক উদ্ধার

সংবাদদাতা, রামপুরহাট : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রামপুরহাট থানার পুলিশ তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ৫০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ৭৯০টি জিলেটিন স্টিক, ১৭০০টি ডিটোনেটর উদ্ধার করেছে। রামপুরহাট থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অদূরেই রয়েছে ঝাড়খণ্ড, সেখান থেকে এই বিস্ফোরকগুলো আনা হতে পারে। পুরোটাই তদন্তসাপেক্ষ। কে বা কারা এই পরিত্যক্ত জায়গায় বিপুল পরিমাণে বিস্ফোরক মজুত করল তা নিয়ে রামপুরহাট থানা পুলিশ তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

শ্রদ্ধা ও উৎসাহের সঙ্গে বেহালার যদু কলোনিতে ছটপুজোয় অংশ নেন প্রায় আড়াই হাজার ব্রতী। ছিলেন কাউন্সিলর রূপক গঙ্গোপাধ্যায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দিল্লি দরবার

২৯ অক্টোবর ২০২৫
বুধবার

29 October 2025 • Wednesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

মাওবাদীদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে প্রাণ হারাল এক নাবালিকা। ঝাড়খণ্ডের সারান্ডার জঙ্গলে বোমা পুঁতে রেখেছিল মাওবাদীরা। অজান্তে পা দিতেই বিস্ফোরণ। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় দশ বছরের বালিকা সিরিয়া হেরেঞ্জের দেহ

ভোটাধিকার চুরি করে বিজেপিকে সুবিধা দেওয়ার চক্রান্ত

বাংলার পথেই এসআইআরের তীব্র বিরোধিতা অবিজেপি রাজ্যগুলোর

চেন্নাই : বাংলার পথেই এসআইআরের তীব্র বিরোধিতায় সোচ্চার হল দক্ষিণের দুই অবিজেপি রাজ্য। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ডিএমকে সুপ্রিমো এম কে স্টালিন এবং বামশাসিত কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন—দু'জনেই দ্বিতীয় দফার এসআইআরের তীব্র নিন্দা করে মন্তব্য করেছেন, নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপ আসলে গণতন্ত্রের প্রতি সরাসরি হুমকি। গণতন্ত্রে আস্থাশীল প্রতিটি মানুষকে এর বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াইতে নামার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা। এসআইআরের বিরুদ্ধে কীভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে তা স্থির করতে সামনের ২ নভেম্বর সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিন। স্টালিনের সাফকথা, ভোটচুরি রুখবে তাঁর সরকার। সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে তিনি জানিয়েছেন, কংগ্রেস,বাম-সহ জোটের দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেই স্থির করা হবে পরের পদক্ষেপ। লক্ষণীয়, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই সর্বপ্রথম দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের বিপদ। বেআব্রু করে দিয়েছিলেন নির্বাচন কমিশনকে সামনে রেখে বিজেপির আসল অভিসন্ধি। বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে প্রকৃত নাগরিকদের নাম বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসই। দ্বিতীয় দফার এসআইআর নিয়েও রীতিমতো সরব তৃণমূল। সেই সুরেই এবার বিজেপি-কমিশনের কারচুপির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ডাক দিল অন্যান্য অবিজেপি রাজ্যগুলোও।

> **বিরোধীদের স্পষ্ট বার্তা**
>
> নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপ আসলে গণতন্ত্রের প্রতি সরাসরি হুমকি। গণতন্ত্রে আস্থাশীল প্রতিটি মানুষকে এর বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াই করতে হবে

মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে নির্বাচন কমিশনকে একহাত নিয়েছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ন। কমিশনকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন, এসআইআরের নামে সমগ্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে এক বিপজ্জনক চ্যালেঞ্জ। এই পদক্ষেপ কমিশনের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে গভীর সন্দেহের জন্ম দিয়েছে। যা কমিশনের উপর মানুষের আস্থা হারানোর পক্ষে যথেষ্ট। বিজয়নের সরাসরি অভিযোগ, রাজনৈতিক ফায়দা লুঠতে ভোটার তালিকায় কারচুপি করাই এসআইআরের আসল উদ্দেশ্য। এমনকী বিহারের এসআইআরের সাংবিধানিক বৈধতাই যেখানে সুপ্রিম কোর্টের বিবেচনাধীন, সেখানে তা দ্বিতীয় দফায় প্রসারিত করার নেপথ্যে কোনও সৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। সবচেয়ে বড় কথা, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের জন্য জরুরি দীর্ঘ প্রস্তুতি এবং আলাপ-আলোচনা। সেখানে এত তাড়াহুড়োর নেপথ্যে একটা কারণই স্পষ্ট, জনতার রায়কে অবজ্ঞা করা।

বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিনও। সমাজমাধ্যমে তিনি কমিশনকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হল মানুষের ভোটের অধিকার। এই অধিকারকে হত্যা করার চেষ্টা হলে লড়াইয়ে নামবে তামিলনাড়ু। এবং সেই লড়াইয়ে অবশ্যই জয় হবে গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের। স্টালিনের কথায়, এসআইআর নিয়ে এত তাড়াহুড়োতেই স্পষ্ট, নাগরিকদের ভোটাধিকার চুরি করে বিজেপিকে সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে নির্বাচন কমিশন।

পর্দাফাঁস, ভেস্তে গেল সব আয়োজন

নকল যমুনায় আর ডুব দেওয়া হল না মোদির

নয়াদিল্লি: আগেই ফাঁস হয়ে গেল নকল-কাণ্ড। মাঠে মারা গেল সব আয়োজন। নকল যমুনায় ডুব দেওয়া হল না প্রধানমন্ত্রী মোদির। দূষণজ্বালায় যখন নাভিশ্বাস উঠেছে যমুনার। দূষণের ফেনায় হারিয়ে যাচ্ছে যমুনার জল, তখন মোদির কথা ভেবেই যমুনায় কৃত্রিম ঘাট তৈরি করে ছটপুজোর আয়োজন। যাতে দূষণের বিন্দুমাত্র আঁচ গায়ে না লাগে তাঁর। ঘটা করে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা সেখানে ছটপুজোর অভিনন্দন জানাতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ঘোষণা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মঙ্গলবার সেখানে যাবেন ছটপুজো উপলক্ষে ডুব দিতে। কিন্তু বাদ সাধল আম আদমি পার্টি। একাধিক স্থানীয় ও আন্তজাতিক সংবাদ মাধ্যম ও আম আদমি পার্টির নেতারা খুলে দিলেন নকল বাসুদেব ঘাটের মুখোশ। ফলে রাতারাতি ভেস্তে গেল মঙ্গলবারের নরেন্দ্র মোদির বাসুদেব ঘাটে যাওয়ার পরিকল্পনা।

যমুনার তীরে বাসুদেব ঘাটে আলাদাভাবে পরিশ্রুত জল ঢেলে তৈরি হয়েছে কৃত্রিম ঘাট। দু'দিন ধরে যমুনা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার প্রচার চালানো হয়। স্থানীয় কর্মী, যাঁরা এই কাজ চালিয়েছিলেন, তাঁরা জানান পাইপে করে নির্দিষ্ট ঘেরা জায়গায় পরিশ্রুত জল এনে ঢালার কথা। বাস্তবে যমুনার জলের দূষণ ও কৃত্রিম পুকুরের জল তুলে তুলনা করে মিথ্যাচার ফাঁস করে দেওয়া হয়।

সেই কৃত্রিম ঘাটেই মঙ্গলবার সকাল ৮টায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গিয়ে ডুব দেওয়ার ঘোষণা হয়েছিল। যমুনার তীরে বাসুদেব ঘাট সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হয় সবথেকে সুন্দর ঘাট হিসাবে। ছটপুজোর প্রাক্কালে নতুন পুকুর তৈরি নিয়ে সাফাই দেওয়া হয়—প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার স্বার্থেই এমন আয়োজন। কিন্তু আগেই ফাঁস হয়ে গেল আসল রহস্য।

তবে সকাল ৮টায় মঙ্গলবার দেখা যায়নি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। এরপরই কটাক্ষ আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজের। তাঁর দাবি, বাসুদেব ঘাটে 'নকল যমুনা'য় ছটপুজো ও সূর্য অর্ঘ্য বাতিল করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। বিহার নির্বাচনের আগে বিহারের ভাবাবেগকে প্রভাবিত করার যে চেষ্টা নরেন্দ্র মোদি চালিয়েছিলেন তা ব্যর্থ হল। তিনি ছবি ভিডিও প্রকাশ করার সুযোগ পেলেন না। সম্ভবত শেষ মুহূর্তে তিনি পরিকল্পনা বাতিল করেছেন, যার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দফতর অন্য জায়গা খুঁজে বের করতে পারেনি।

ব্রাজিলিয়ান মডেলকে যৌনহেনস্থা

বেঙ্গালুরু : কর্নাটকে যৌন হেনস্থার শিকার হলেন ব্রাজিলের এক মডেল। বেঙ্গালুরুর আরটি নগর এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঝড় উঠেছে নিন্দার। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, ১৭ অক্টোবরের ঘটনা। বিকেলে আরটি নগরের বাড়িতে অনলাইনে খাবারের অর্ডার দিয়েছিলেন ওই ব্রাজিলিয়ান তরুণী। খাবার পৌঁছে দিতে গিয়েছিল ডেলিভারি বয়। সেইসময় বাড়িতে আর কেউ না থাকার সুযোগে ভেতরে ঢুকে ওই ব্রাজিলিয়ান মডেলকে যৌনহেনস্থা করে যুবকটি। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে হতভম্ব হয়ে যান নির্যাতিতা। কিছুক্ষণ পরে তাঁর ২ রুমমেট ঘরে ফিরলে কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের পুরো ঘটনাটির কথা জানান বিদেশিনী। ওই ২ রুমমেটের সঙ্গেই আবাসনে থাকেন নির্যাতিতা। রুমমেটদেরই পরামর্শে শনিবার থানায় লিখিত অভিযোগ জানান

বেঙ্গালুরু

পেশায় মডেল ২১ বছরের ওই ব্রাজিলিয়ান তরুণী। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে পুলিশ। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেফতার করা হয় তাকে। পুলিশি জেরায় ধৃত যুবক জানিয়েছে, বেঙ্গালুরুরই একটি কলেজে ডিপ্লোমা কোর্স করছে সে। পাশাপাশি কাজ করছে ডেলিভারি সংস্থাতেও।

আবার বাসে আগুন ঝলসে মৃত দুই

প্রতিবেদন : রাজস্থানে আবার যাত্রীবোঝাই বাসে অগ্নিকাণ্ড। প্রাণ হারালেন বাবা ও মেয়ে। জখম অনেকে। মঙ্গলবার সকালে জয়পুরের মনোহরপুরের ঘটনা। হাইভোল্টেজ তারের সংস্পর্শে এসেই আচমকা আগুন ধরে যায় এই বাসটিতে। বাসের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় একটি ইটভাটার শ্রমিকরা। আগুনে প্রাণ হারান নাসিম ও তাঁর মেয়ে শাহিনাম। বরেলি থেকে শ্রমিকরা আসছিলেন জয়পুরে। বাসের ছাদে ছিল মোটরবাইক ও ১৫ গ্যাস সিলিন্ডার। ১১ হাজার ভোল্টের তারের সংস্পর্শে এসে বিস্ফোরণ ঘটে গ্যাস সিলিন্ডারে। সপ্তাহখানেক আগেই জয়সলমেরে একটি বাসে আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছিল ২০ জনের।

বিমানবন্দরে আগুন

প্রতিবেদন : অল্পের জন্য রক্ষা। দিল্লির বিমানবন্দরে টার্মিনাল ৩এ একটি খালি বাসে মঙ্গলবার আচমকাই আগুন লেগে যায়। সামনেই দাঁড়িয়েছিল এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান। তবে অল্প সময়ের মধ্যেই নিভিয়ে ফেলা হয় আগুন। কোনও হতাহতের খবর নেই।

ফের সীমান্তে গুলি বিনিময়

প্রতিবেদন : ফের সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করল পাকিস্তান। জম্মু-কাশ্মীরে লিপা ভ্যালিতে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গুলি চালাল পাক সেনা। ছুঁড়ল মর্টার শেলও। ভারতীয় সেনা ছাউনি লক্ষ্য করে। তবে মুখের উপর জবাব দিয়েছে ভারতও। পাল্টা গুলি চালিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। ৯ কিমি উচ্চতায় এই লিপা ভ্যালি দিয়েই বারবার অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে পাক সন্ত্রাসবাদীরা।

অপারেশন সিঁদুরের পর সংঘর্ষবিরতি হয়েছিল গত ১০ মে। এর ১৬৭ দিনের মাথায় জম্মু-কাশ্মীরে সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করেছে পাকসেনা। রবিবার ও সোমবার পরপর দু'দিন গভীর রাতে কাশ্মীরের লিপা উপত্যকায় নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর পাকসেনা গুলি চালায় ভারতীয় সেনা ছাউনি লক্ষ্য করে। ভারতীয় সেনার পাল্টা গুলিতে অবশ্য পিছু হটে পাক সেনারা।

আজ মেগা র‍্যালিতে ঝড় তুলবে বিরোধী জোট

পাটনা : যৌথ নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করল বিহারের মহাগঠবন্ধন। বিহারের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো বিষয়গুলির উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই ইস্তাহারে। মঙ্গলবার প্রকাশিত ইস্তাহারে বিহারবাসীর জন্য একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন আরজেডি প্রধান তেজস্বী যাদব। প্রত্যেক পরিবারকে সরকারি চাকরি, পুরনো পেনশন স্কিম চালু করা ও ৫০০ টাকার সিলিন্ডার-সহ একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়েছে মহাগঠবন্ধন। এদিন ইস্তাহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মহাগঠবন্ধনের প্রথম সারির নেতারা।

বুধবারই বিহারে ডাক দেওয়া হয়েছে মহাগঠবন্ধনে মেগা র‍্যালির। ভোটের এক সপ্তাহ আগে এই মেগা র‍্যালিতেই প্রচারের ঝড় তুলবে বিরোধী জোট। মূল আকর্ষণ তেজস্বী যাদব এবং রাহুল গান্ধী। বুধবারই বিহারের মুজফফরপুর ও দ্বারভাঙাতে যৌথ জনসভা করবেন আরজেডির নেতা মুখ্যমন্ত্রীর পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। যৌথ ইস্তাহারে এবারের বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে মহিলা সশক্তিকরণে। সব বয়সের মহিলার জন্য ঢালাও প্রকল্প ঘোষণা করেছেন তেজস্বী যাদব। বিহারে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট সরকারের অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে বিরোধী জোটের মহাগঠন্ধন সরকারকে ক্ষমতায় বসানো গেলেই একমাত্র রাজ্যের সার্বিক বিকাশ সম্ভব, মুজফফরপুর এবং দ্বারভাঙার দুটি জনসভায় বিহারবাসীর কাছে এই কথাই তুলে ধরবেন বিরোধী জোটের দুই শীর্ষ নেতা।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মঙ্গলবার সকালে কেনিয়ায় ভেঙে পড়ল একটি ছোট বিমান। এর ফলে ১২ জন যাত্রীরই মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। কেনিয়ার অসামরিক বিমান মন্ত্রক জানিয়েছে, বিমানটি মাসাইমারা যাচ্ছিল। বিমানে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ছিলেন পর্যটক

নিষেধাজ্ঞার ধাক্কায় এবার রুশ তেল বন্ধ করল ভারতের শোধনাগারগুলি

নয়াদিল্লি : মস্কোর শীর্ষ জ্বালানি কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে ওয়াশিংটন নিষেধাজ্ঞা আরও কঠোর করার পর ভারতের তেল শোধনাগারগুলি নতুন করে রুশ তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে তেল সংক্রান্ত ব্যয় নিয়ে নয়া উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ক্রেতারা এখন সরকার ও সরবরাহকারীদের কাছ থেকে স্পষ্টতার অপেক্ষায় রয়েছে বলে শিল্প সূত্রে জানা গিয়েছে। এই অনিশ্চয়তার কারণে কিছু শোধনাগার তাদের স্বল্পমেয়াদি অপরিশোধিত তেলের চাহিদা মেটাতে স্পট-মার্কেটে ঝুঁকছে। সূত্র অনুযায়ী, রাষ্ট্রচালিত ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন নতুন করে তেলের জন্য টেন্ডার জারি করেছে এবং ভারতের বৃহত্তম বেসরকারি শোধনাগার রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ স্পট-মার্কেটে কেনাকাটা বাড়িয়েছে।

গত সপ্তাহে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণ দেখিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ব্রিটেনের বর্তমান নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি রাশিয়ার দুটি বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী কোম্পানি— লুকঅয়েল এবং রোজনেফ্ট-এর উপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

তেল কেনাবেচা নিয়ে সাম্প্রতিক বিশ্ব-পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অশোধিত তেল সংগ্রহ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত এক কর্মকর্তা জানান, বেশ কিছু চালান বাতিল করা হয়েছে, বিশেষ করে যেসব ব্যবসায়ীদের সাথে যুক্ত অনুমোদিত সংস্থাগুলির লেনদেন রয়েছে। তিনি আরও বলেন, কেউই চায় না তাদের পেমেন্ট আটকে যাক, কারণ ব্যাঙ্কগুলি কালো তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির সাথে যুক্ত লেনদেন প্রক্রিয়া করবে না। অন্য একজন শোধনাগার নির্বাহী বলেছেন যে কোম্পানিগুলি নিষেধাজ্ঞা বহির্ভূত মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে তেল সংগ্রহ করতে পারে কি না তা দেখার অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি বলেন, যতক্ষণ না আমরা সরকার এবং সরবরাহকারীদের কাছ থেকে আরও স্পষ্টতা পাচ্ছি, ততক্ষণ নতুন করে কোনও অর্ডার দেওয়া হচ্ছে না। ২০২২ সাল থেকে রাশিয়ার তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা রিলায়েন্স জানিয়েছে, তারা বিদ্যমান সরবরাহকারীদের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেও সব নিষেধাজ্ঞা মেনে চলবে। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, এই সংস্থাটি তাদের প্রধান রুশ অংশীদার রোজনেফ্ট থেকে তেল আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের প্রথম নয় মাসে ভারত প্রতিদিন প্রায় ১.৯ মিলিয়ন ব্যারেল রুশ অপরিশোধিত তেল আমদানি করেছে, যা রাশিয়ার মোট রফতানির প্রায় ৪০ শতাংশ। তবে সরবরাহ কঠোর হওয়া এবং ছাড় কমে যাওয়ায় এই প্রবাহ ইতিমধ্যেই মন্থর হয়েছে। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভারতের রুশ তেল আমদানি বছরে ৮.৪ শতাংশ কমে গেছে, এবং শোধনাগারগুলি এখন মধ্যপ্রাচ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কেনাকাটা বাড়িয়ে দিচ্ছে।

চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

■ তৃণমূল ভবনে পুজো দিলেন অভিষেক।

(প্রথম পাতার পর)
লোকসভা ডিসলভ করে নতুন করে ভোটে যান। আমরাও তো নির্বাচিত হয়েছি এই লিস্টে। ইস্তফা দিন সকলে। তারপর এসআইআর করুন। ২০০২ সালে যখন এসআইআর হয়েছিল তখন ২ বছর সময় লেগেছিল। এখন বলছে ২ মাসে করবে! ৫টা রাজ্যে নির্বাচন রয়েছে। কৌশলে অসমকে বাদ দিয়েছে। বিজেপি যেখানে ক্ষমতায় সেখানে এখন এসআইআর হবে না। অসমে কেন হবে না? এটা কে বেছে দিয়েছে? কার অঙ্গুলিহেলনে এসব করছে? ৫ রাজ্যে একমাত্র অসমে বিজেপির ক্ষমতায়। সেখানে এসআইআর হবে না? কমিশন সদুত্তর দিতে পারেনি। আপনি বলছেন বাংলায় বাংলাদেশি- রোহিঙ্গা রয়েছে। যদি ইন্ডিয়ার ম্যাপ দেখেন (স্ক্রিনে দেখিয়ে) উত্তর-পূর্বের জায়গায় জুম করে দেখলে দেখা যাবে, পার্শ্ববর্তী দেশ কোনগুলি। একদিকে বাংলা, রয়েছে অসম, ত্রিপুরা, মিজোরাম। এসআইআর হচ্ছে শুধু বাংলায়। বাকি ৪টে রাজ্য বাদ? প্রশ্ন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

তিনি বলেন, এদের লক্ষ্য বাংলাকে অপমান করা। হেনস্থা করা। তাঁর কথায়, আমি এখনও বলছি বাংলা থেকে একজন বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে বাংলা থেকে ১ লক্ষ লোক দিল্লিতে আন্দোলন করবে, ঘেরাও করবে। মানুষের ক্ষমতার আগে কারও ক্ষমতা টেকে না। আমাদের অধিকার চাইতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের শুধু নয় মহিলাদের চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল। বাংলার মানুষ কিছুই ভোলেনি।

ক্ষতিপূরণ না মেলায় উদ্বেগ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি : মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট জোর দিয়ে বলেছে যে সমাজের উচিত স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশে থাকা, বিশেষ করে যাঁরা কোভিড-১৯ মহামারীর সময় জীবন উৎসর্গ করেছেন। বিচারপতি পি এস নরসিমা এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের একটি বেঞ্চ কেন্দ্রীয় সরকারের 'কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াই করা স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য বিমা প্রকল্প' সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি করছিল। এই সময় বিচারপতি নরসিমা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, আমরা যদি আমাদের ডাক্তারদের যত্ন না নিই, তাঁদের পাশে না দাঁড়াই, তাহলে সমাজ আমাদের ক্ষমা করবে না। মানবজীবনকে রক্ষা করার প্রথম পেশাই হল ডাক্তারের। এই মামলার সূত্রপাত হয় বম্বে হাইকোর্টে দায়ের করা একটি আবেদন থেকে, যেখানে এক মহিলা তাঁর স্বামীর মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হন। অভিযোগ, রাজ্য সরকার মহামারীর সময় ওই চিকিৎসককে তাঁর ডিসপেনসারি খোলা রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। পরবর্তীতে শীর্ষ আদালত এটিকে দেশব্যাপী উদ্বেগের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে অন্যান্য আবেদনকারীদেরও এই প্রক্রিয়ায় যোগ দেওয়ার অনুমতি দেয়। আদালত এদিন স্পষ্ট জানিয়েছে, তারা ব্যক্তিগত দাবিগুলি পৃথকভাবে পরীক্ষা করবে না, বরং সমস্ত দাবিগুলি নিষ্পত্তির জন্য একটি স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করবে। শীর্ষ আদালত কেন্দ্রের কাছে এই বিষয়ে যাবতীয় তথ্য চেয়ে বলেছে, আমরা এই তথ্যের ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ করব।

■ **জাপান সফর থেকে চিনকে বার্তা। চলতি সপ্তাহেই চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিঙের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। তার আগে মঙ্গলবার জাপানের সঙ্গে বিরল খনিজ নিয়ে চুক্তির রূপরেখা চূড়ান্ত করলেন ট্রাম্প। বর্তমানে বিরল খনিজের আন্তর্জাতিক বাজারে বেজিংয়ের আধিপত্য রয়েছে। জাপান এবং আমেরিকা— দু'দেশেরই লক্ষ্য চিনা আধিপত্য খর্ব করা। এই আবহে জাপানের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির সঙ্গে ট্রাম্পের চুক্তি কূটনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।**

বাংলায় এনআরসি শহিদ

(প্রথম পাতার পর)
মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রীর হুঙ্কার, কেন্দ্রীয় সরকার এই নির্মম খেলা অবিলম্বে বন্ধ করুক। বাংলা কখনওই এনআরসিকে অনুমতি দেবে না এবং কাউকে আমাদের জনগণের মর্যাদা বা অধিকার কেড়ে নিতে দেবে না। আমাদের ভিত্তি মা-মাটি-মানুষ, যারা ঘৃণা ছড়ায় তারা নয়। দিল্লির জমিদাররা এই কথাটি স্পষ্টভাবে শুনে নিন, বাংলা প্রতিরোধ করবে, বাংলা রক্ষা করবে এবং বাংলা জয়ী হবে।

৫০-এর নিচে নামিয়ে আনব

(প্রথম পাতার পর)
বিজেপি নেতারা সংবাদমাধ্যম ডেকে অন্তত পক্ষে একবার বলুন, ২০২৬-এ আপনারা হারলে এবং তৃণমূলের আসন সংখ্যা বাড়লে রাজ্যের যে দু' লক্ষ কোটি টাকা বকেয়া কেন্দ্র আটকে রেখেছে, তা ছেড়ে দেবে।

অভিষেক বলেন, বিজেপির ছোট-বড়-মাঝারি নেতারা বলছে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্ক ধসে যাবে এসআইআর হলে। মনো রাখবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটব্যাঙ্ক পলিটিক্স করেন না। ভোটব্যাঙ্ক দেখে তিনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার করেননি, রাস্তা করেননি। আমি আবার বলছি এসআইআর করার পরেও তৃণমূল কংগ্রেসের আসন ১টা হলেও বাড়বে। আর বিজেপি ৫০-এর নিচে নামবে। ২০২৬-এ এই ফলাফল মিলিয়ে নেবেন। তা যদি না হয়, আপনারা যা বলবেন তাই করব।

আগামী তিনমাসে অ্যামাজনে ছাঁটাই হচ্ছে ৩০ হাজার

ওয়াশিংটন : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কীভাবে কেড়ে নিচ্ছে রুটি-রুজি, কর্মসংস্থান তৈরির পথ, ফের তার উদ্বেগজনক ছবি সামনে আসছে। আগামী তিনমাসের মধ্যে একধাক্কায় প্রায় ৩০ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা অ্যামাজন। তার মধ্যে একটা বড় অংশকে ইতিমধ্যেই ছাঁটাইয়ের নোটিশ ধরানো হয়েছে। কর্মচ্যুতির জন্য তাঁদের হাতে দেওয়া হয়েছে মাত্র ৯০ দিন সময়। সংস্থার দাবি, খরচ কমানো এবং বাণিজ্যিক মুনাফা বাড়াতেই নতুন পদক্ষেপ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সফল ব্যবহারে কমিয়ে আনা হবে মানবসম্পদের ব্যবহার।

এআই-দাপট

প্রশ্ন, একসঙ্গে এত ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটছে কেন সংস্থা? জবাবে অ্যামাজন কর্তৃপক্ষের দাবি, কৃত্রিম মেধার সাহায্যে কাজ শুরু করার পরই ব্যয় সংকোচনের কথা ভাবা হয়। তার জন্য এবার কর্মী সংকোচন। অ্যামাজনের পক্ষ থেকে ১৪ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সেইসাথে জানানো হয়েছে, এই কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর খুব চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁরা। নতুন কাজ খোঁজার জন্য তাঁদের ৯০ দিন সময় দেওয়া হবে। সংস্থা তাঁদের সেই কাজ খোঁজায় সাহায্য করবে। মার্কিন সংস্থা অ্যামাজন ২০২০ সাল থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করে। করোনা পরবর্তী সময়ে প্রায় এক বছরে প্রায় ৪ লক্ষ ২৭ হাজার কর্মী গোটা বিশ্বে নিয়োগ করেছিল এই সংস্থা। ফলে এক বছরে কর্মীসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। বর্তমানে সংস্থার কর্মী সাড়ে তিন লক্ষ। সিয়াটেলের এই সংস্থার সাম্প্রতিক ঘোষণা, তারা প্রায় ১০ শতাংশ কর্মী ছাঁটাই করবে। এই ঘোষণায় আতঙ্ক বেড়েছে ভারত-সহ বিভিন্ন দেশের কর্মীমহলে।

আত্মহত্যার জন্য দায়ী শাহ-জ্ঞানেশ

(প্রথম পাতার পর)
হয়েছে। এই নিয়ে তৃতীয়জন। অভিষেক বলছেন, খোঁজ নিয়ে দেখেছি, সোমবার এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পরে আতঙ্কিত হয়ে দরজায় ছিটকিনি দিয়ে শুতে গিয়েছিলেন অবিবাহিত প্রদীপবাবু। সকালে উদ্ধার হয় দেহ। সঙ্গে সুইসাইড নোট। সেখানে লেখা, 'আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী এনআরসি, এসআইআর।' আর কত রক্ত চায় অমিত শাহ আর কমিশন? কীসের এত ঔদ্ধত্য? ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি করে এরা। প্রাণের মূল্য নেই। বাংলার মানুষ কড়ায় গণ্ডায় জবাব দেবেন। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, এনআরসি-র কারণেই এই মৃত্যু। সুইসাইড নোটে ৬টি শব্দই তুলে ধরে বিজেপির রাজনৈতিক চরিত্র। ভয় দেখাও, ভাগ করো এবং শেষে প্রতারণা। দেশটাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে বিজেপি।

মাতৃদুগ্ধ ডাউন সিনড্রোম নিয়ে জন্মানো শিশুর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই শিশুদের শ্বাসযন্ত্রের এবং ভাইরাল সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। ব্রেস্ট ফিডিং রোগ-প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করে

ডাউন সিনড্রোম

'ডাউন সিনড্রোম' বা 'ট্রাইজোমি ২১' একটি জিনগত ত্রুটি। এই জেনেটিক ব্যাধির ফলে শিশু শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিজনিত সমস্যা নিয়ে জন্মায়। অক্টোবর হল ডাউন সিনড্রোম সচেতনতা মাস। মাসটি পালনের উদ্দেশ্য এই ব্যাধি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

গত বছর দুবাইয়ে ধুমধাম করে বিয়ে হয় বিগ্নেশ কৃষ্ণস্বামী এবং অনন্যা সওয়াস্তের। ২৭ বছরের বিগ্নেশ দুবাইতে হসপিট্যালিটি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। ২২ বছর বয়সি অনন্যা একজন স্কুলশিক্ষিকা। কেন হঠাৎ ওঁদের কথা বলছি? তার কারণ বিগ্নেশ এবং অনন্যা বিয়ের পাত্র-পাত্রী, দুজনেই ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত। এই নবদম্পতির বিয়ের কাহিনি তখন নজর কেড়েছিল সকলের। ডাউন সিনড্রোম-যুক্ত মানুষজন কি স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে সক্ষম?

এ এক চিরাচরিত প্রশ্ন। কারণ ডাউন সিনড্রোম কী সেই নিয়ে কোনও ধারণাই নেই অনেকের কাছে। বেশিরভাগই এই অসুখটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। তাই আগে জানতে হবে ডাউন সিনড্রোম আসলে কী?

শরীরে জিনগত ত্রুটিই কিন্তু 'ডাউন সিনড্রোম' হওয়ার মূল কারণ। বেশিরভাগ মানুষের শরীরের প্রতিটি কোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে অর্থাৎ মোট ৪৬টি। ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত ব্যক্তির ক্রোমোজোমে ২১-এর একটি অতিরিক্ত কপি থাকে, যার অর্থ তাদের কোষে ৪৬টির পরিবর্তে ৪৭টি ক্রোমোজোম থাকে। অর্থাৎ ২১তম ক্রোমোজমটি দু'টির বদলে তিনটি থাকে। সেই কারণে এই অসুখ 'ট্রাইজোমি-২১' নামেও পরিচিত। এই রোগ হলে শিশু শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিজনিত কিছু সমস্যা নিয়েই জন্ম নেয়।

অক্টোবর হল ডাউন সিনড্রোম সচেতনতা মাস। ন্যাশনাল ডাউন সিনড্রোম সোসাইটি ১৯৮০ সালে শুরু করে এই মাস পালন। এরপর থেকে প্রতিবছর অক্টোবর জুড়ে চলে ডাউন সিনড্রোম সচেতনতা কর্মসূচিও। ডাউন সিনড্রোম বা ট্রাইজোমি ২১ হল একটি গুরুতর জেনেটিক ডিজঅর্ডার বা ক্রোমোজোমাল ব্যাধি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ডাউন সিনড্রোম আক্রান্তকে এই সমাজের একাংশ পাগল বলে চালাতে মরিয়া। যদিও এখন ডাউন সিনড্রোম নিয়ে প্রতি বছর সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালনের ফলে বেড়েছে সচেতনতা। ডাউন সিনড্রোম সচেতনতা মাস পালনের উদ্দেশ্য মানুষকে বোঝানো যে এই অসুখের শিকার শিশু, কিশোরও স্বাভাবিক এবং সুস্থ জীবনযাপনে সক্ষম। ওদের প্রয়োজন শুধু একটু বিশেষ যত্নের। আর সেই যত্নের প্রয়োজন রয়েছে বলেই ওদের বলা হয় স্পেশ্যাল চাইল্ড বা বিশেষভাবে চাহিদাসম্পন্ন শিশু। ডাউন সিন্ড্রোম বা যে কোনও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর ক্ষেত্রেই জরুরি হল প্রশিক্ষণ। সেই কারণেই এই শিশুর বাবা-মাকে অনেক যত্নশীল, সতর্ক এবং সচেতন হতে হয়। প্রাথমিকভাবে কঠিন মনে হলেও বিষয়টা একটা সময় সহজ হয়ে আসে।

গবেষণায় দেখা গেছে যে মায়ের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত শিশুর জন্মের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। ৩৫ বছর বা তার বেশি বয়সি মহিলাদের ডাউন সিনড্রোম বা অন্য কোনও ধরনের জেনেটিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আবার ৩৫ বছরের কম বয়সি মহিলা যাঁদের প্রজনন হার বেশি, তাঁদের সন্তান জন্মেও ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়।

শারীরিক বৈশিষ্ট্য

- নাক বসা বা চ্যাপ্টা।
- একটু উপরের দিকে কোণাকুণি ওঠা চোখ। চোখের দৃষ্টিতে একটা অস্বাভাবিকতা থাকে।
- গলা ছোট বা বসা।
- কান, হাত, পা ছোট ছোট মাপের।
- মাংসপেশির দুর্বলতা।
- ছোট ছোট আঙুল বিশেষ করে বুড়ো আঙুল ভিতরের দিকে ঢোকানো ছোট ধরনের।
- এমন শিশুদের গড় উচ্চতা কম হয়।
- কানে সংক্রমণ হতে পারে। শ্রবণশক্তি হ্রাস পায়।
- দৃষ্টির সমস্যা, চোখের রোগ।
- দাঁতের সমস্যা।
- ঘন ঘন সংক্রমণজনিত অসুস্থতা।
- অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া।
- জন্মগত হৃদরোগ।

একটি নির্দিষ্ট বয়সে অন্যান্য সাধারণ শিশুর থেকে এই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর আচরণগত তফাত বিকাশগত কিছু প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। যেমন গ্রস অ্যান্ড ফাইন মোটর স্কিল অর্থাৎ হাঁটাচলা বা নড়াচড়ায় পার্থক্য থাকে। কথা বলা বা ল্যাঙ্গোয়েজ ডেভেলপমেন্ট স্কিল, কগনিটিভ স্কিল বা শেখার ক্ষমতা, খেলাধুলো বা সোশ্যাল অ্যান্ড ইমোশনাল স্কিল এগুলোর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা থাকে এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এগুলোকে বাড়াতে বলা হয়। এই ধরনের শিশুদের টয়লেট প্রশিক্ষণ, প্রথম শব্দ উচ্চারণ করা, নিজে হাতে খাওয়া, প্রথম হাঁটা— এগুলো শিখতে সময় লাগে। অর্থাৎ সাধারণ আচরণবিধিগুলো শিখতে হয়। যেটা অনেক বাবা-মায়ের কাছে কঠিন মনে হতে পারে। কিন্তু যত্নসহকারে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিতে থাকলে ডাউন সিনড্রোমের আক্রান্তরা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়।

ডাউন সিনড্রোম যুক্ত শিশুর ব্যবহারিক বিকাশও কম হয়। এই ধরনের শিশুরা একটু জেদি, একগুঁয়ে হয়। মনোযোগে সমস্যা হয়। অবসেসিভ, কমপালসিভ বিহেভিয়ার দেখা দেয় অর্থাৎ এক কাজ বারবার করতে থাকা, অতিরিক্ত ভয়, কোনও শব্দ বারবার বলা ইত্যাদি।

ডাউন সিনড্রোমের চিকিৎসা

ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর চিকিৎসা একটা গোটা টিম ওয়র্ক অর্থাৎ একদল দক্ষ প্রশিক্ষকের প্রয়োজন। কোনও একজন বা দুজনের কাজ নয় এটা। ফিজিশিয়ান, স্পেশাল এডুকেটর, স্পিচ থিরাপিস্ট, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট-সহ আরও অনেকে মিলে চিকিৎসা করেন। প্রত্যেকেই শিশুর, রোগীর সঙ্গে কথা বলেন কারণ এই জেনেটিক ব্যাধির অন্যতম দাওয়াই হল কথোপকথন এবং রোগীর মধ্যে শক্তি ও সাহস বাড়িয়ে তোলা। ডাউন সিনড্রোমযুক্ত শিশুদের হজমের সমস্যা থাকেই ফলে নিয়মিত স্পেশ্যাল ডায়েটে থাকতে হয় সেক্ষেত্রে

অভিজ্ঞ ডায়েটেশিয়ান তালিকা তৈরি করে দেন। সেই সঙ্গে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি খুব জরুরি। কাউন্সিলিং করা এবং কার্ডিওভাস্কুলার দিকটাও নিয়মিত দেখা হয়। ডাউন সিনড্রোম-যুক্ত অনেক শিশুর জন্মগত হৃদরোগ থাকে, যার জন্য বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। এছাড়া রয়েছে মেডিকেশন। সর্বোপরি জরুরি পরিবারের সচেতনতা, সহযোগিতা, যত্ন, নজরদারি যাতে ডাউন সিনড্রোম-যুক্ত বিশেষ চাহিদাসম্পন্নরা স্বাধীন, সুস্থ এবং সক্রিয় জীবনযাপন করতে পারে। শিশু, কিশোর বা প্রাপ্তবয়স্ক— ডাউন সিনড্রোম যারই থাকুক তাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতি মোটামুটি একই।

হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে এই বছরে আর মাঠে নামতে পারবেন না কেভিন ডি'ব্রুইন

ফিট থাকলে বিশ্বকাপ খেলব, বার্তা মেসির

ফ্লোরিডা, ২৮ অক্টোবর : একশো শতাংশ ফিট থাকলে ২০২৬ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার জার্সিতে দেখা যাবে লিওনেল মেসিকে। এমনটাই জানিয়েছেন খোদ মেসি নিজেই। ৩৮ বছর বয়সি আর্জেন্টাইন মহাতারকা আগামী বছরের বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চর্চা চলছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে যাবতীয় জল্পনায় ইতি টেনে মেসি বলেছেন, সত্যি কথা বলতে কী, বিশ্বকাপ খেলার অনুভূতি অসাধারণ। আমি আরও একবার এই অনুভূতির স্বাদ পেতে চাই। যদি সেটা সম্ভব হয়, তাহলে জাতীয় দলের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চাই।

তবে পুরোটাই নির্ভর করছে ফিটনেসের উপর। মেসি জানিয়েছেন, তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন শারীরিক সক্ষমতা নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর। তাঁর বক্তব্য, আগামী বছর ইন্টার মায়ামির প্রি-সিজন শুরু হওয়ার পর প্রতিদিন নিজের ফিটনেস পরখ করব। দেখব আমি একশো শতাংশ ফিট কি না। আমি নিজে দারুণ উৎসাহী। কারণ আমরা গতবারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন। যদি ট্রফিটা ধরে রাখতে পারি, তাহলে অসাধারণ ব্যাপার হবে। জাতীয় দলের হয়ে খেলা সব সময়ই স্বপ্নের মতো। আর যদি সেটা বিশ্বকাপের মতো বড় আসরে হয়, তাহলে তো কথাই নেই। আশা করি, ঈশ্বর আবারও সেই সুযোগ আমাকে দেবেন।

পারফরম্যান্স বিচার করলে, এই বয়সেও অসাধারণ ফর্মে রয়েছেন মেসি। জাতীয় দলের জার্সি গায়ে নিয়মিত গোল করছেন। ইন্টার মায়ামির হয়ে তো ২৮ ম্যাচে ২৯ গোল করে মেজর লিগ সকারের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে গোল্ডেন বুটও জিতেছেন। মেসির দীর্ঘদিনের সতীর্থ অ্যাঞ্জেল ডি'মারিয়া সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আমি নিশ্চিত, লিও ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবে। ওর মধ্যে এখনও অনেক খেলা বাকি রয়েছে। আমার সঙ্গে লিওর কথাও হয়েছে। ও বলেছে, ফুটবল এখনও উপভোগ করছে।

কোচের দাবি

মুম্বই : সাত মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেই ম্যান অফ দ্য সিরিজ হয়েছেন রোহিত শর্মা। রোহিতের ছোটবেলার কোচ দীনেশ লাডের দাবি, ওই বিশ্বকাপ খেলেই রোহিত অবসর নেবে। তিনি বলেছেন, রোহিত যেভাবে ব্যাট করছে। ভারতকে ম্যাচ জেতাচ্ছে, তাতে আমি খুশি। ২০২৭ বিশ্বকাপেও রোহিত খেলবে। তারপর অবসর নেবে। অনেকেই বলছিলেন, রোহিত পারফর্ম করতে পারছে না। এবার ওর অবসর নেওয়া উচিত। রোহিত প্রমাণ করে দিল, এখনও দেশকে জেতাতে পারে।

ট্রফি সিনারের

ভিয়েনা : চলতি মরশুমের চতুর্থ ট্রফি জিতলেন জানিক সিনার। ফাইনালে আলেকজান্ডার জেরেভকে হারিয়ে ভিয়েনা ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন বিশ্বের দু'নম্বর পুরুষ টেনিস তারকা। প্রথম সেট হেরেও, ৩-৬, ৬-৩, ৭-৫ ব্যবধানে ম্যাচ পকেটে পোরেন সিনার। ২ ঘণ্টা ২৮ মিনিটের ম্যাচে সিনার মেরেছেন ১১টি এস এবং ৪৪টি উইনার। এই জয়ের সুবাদে ইন্ডোর হার্ডকোর্টে টানা ২১ ম্যাচ অপরাজিত রয়েছেন ইতালীয় তারকা।

ফের চ্যাপেলের নিশানায় সৌরভ

ব্রডের তোপে বিসিসিআই

লন্ডন, ২৮ অক্টোবর : ফের সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য গ্রেগ চ্যাপেলের। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি জগমোহন ডালমিয়াকেও টেনে এনেছেন তিনি! গ্রেগ ভারতের কোচ হওয়ার পর স্লো ওভার রেটের জন্য তৎকালীন ভারতীয় অধিনায়ক সৌরভ নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়েছিলেন।

সেই প্রসঙ্গ টেনে অস্ট্রেলীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গ্রেগ বলেছেন, ভারতের কোচ হওয়ার কিছুদিন পরেই ডালমিয়া আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন সৌরভের নিষেধাজ্ঞা কমানো যায় কি না। যাতে ও শ্রীলঙ্কা সফরে যেতে পারে। আমি অবশ্য ওঁকে স্পষ্ট জানিয়েছিলাম, আমি নিয়মের বাইরে কিছু করতে রাজি নই। সৌরভকে নিষেধাজ্ঞার সময়টা কাটাতেই হবে।

এদিকে, প্রাক্তন ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রডও প্রায় একই ধরনের অভিযোগ তুলেছেন বিসিসিআইয়ের বিরুদ্ধে। ১২৩ টেস্ট, ৩৬১ ওয়ান ডে এবং ১৩৮ টি-২০ আন্তর্জাতিক ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ব্রডের বিস্ফোরক অভিযোগ, বারবার মন্থর ওভার রেটের কারণে ভারতীয় দলের জরিমানা আটকানোর চেষ্টা করেছে 'প্রভাবশালী' বিসিসিআই। সৌরভও সেই সময় আইসিসি-র সতর্কবার্তাকে এড়িয়ে গিয়েছেন।

সৌরভের অধিনায়ক থাকার সময়কেই মূলত নিশানা করেছেন ব্রড। তাঁর দাবি, ম্যাচের শেষে দেখা যেত, ভারত তিন-চার ওভার পিছিয়ে রয়েছে নির্ধারিত সময়ের থেকে। কিন্তু তখনই আমি ফোন পেতাম যখন বলা হত, এটা ভারতীয় দল। একটু নরমসরম হও। আবার পরের ম্যাচেও একই ঘটনা ঘটল। আবারও আমাকে বলা হল, শাস্তি না দিতে। তখন আমাকে অন্যভাবে বিষয়টি সামলাতে হত। ব্রড যোগ করেন, ওভার রেটে পিছিয়ে থাকলেও তৎকালীন ভারত অধিনায়ক সৌরভ নাকি ইনিংস শেষ করার জন্য তাড়াহুড়ো করতেন না।

জুয়ার সঙ্গে যুক্ত ৩৭১ জন রেফারি!

কড়া পদক্ষেপ তুর্কি ফুটবল সংস্থার

ইস্তানবুল, ২৮ অক্টোবর : অভিযোগটা প্রথম তুলেছিলেন জোসে মোরিনহো। ফেনেরবাচের কোচের পদ থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর, তুরস্কের ফুটবলের বিষাক্ত পরিবেশ নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন তিনি। প্রশ্ন তুলেছিলেন তুর্কি রেফারিদের দায়বদ্ধতা নিয়েও।

শেষ পর্যন্ত মোরিনহোর কথাই সত্যি হল। সক্রিয়ভাবে জুয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ৩৭১ জন রেফারির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে চলেছে তুরস্ক ফুটবল ফেডারেশন। এক বিবৃতিতে ফেডারেশনের সভাপতি ইব্রাহিম হাসিয়োসমানোগ্লু জানিয়েছেন, দেশের ৫৭১ জন রেফারির মধ্যে ৩৭১ জনই জুয়া খেলেন। এর মধ্যে ১৫২ জন আবার জুয়ার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। যে সব রেফারির জুয়ার অ্যাকাউন্ট পাওয়া গিয়েছে, তাদের মধ্যে সাতজন দেশের শীর্ষস্থানীয় রেফারি। ১৫ জন শীর্ষস্থানীয় সহকারী রেফারি। ৩৬ জন সাধারণ রেফারি ও ৯৪ জন সাধারণ সহকারী রেফারি।

তুরস্কের ক্রীড়া আইন ও ফুটবল সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী ম্যাচ পরিচালকরা কখনও জুয়া খেলতে পারেন না। এর ফলে তিন মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত নির্বাসিত হতে পারেন এই রেফারিরা।

রিয়াল ছাড়ার হুমকি ক্ষুব্ধ ভিনিসিয়াসের

মাঠ ছাড়ছেন ক্ষিপ্ত ভিনি।

ইস্তানবুল, ২৮ অক্টোবর : মাদ্রিদ, ২৮ অক্টোবর : কোচ জাবি আলোন্সোর সঙ্গে সম্পর্কে ফাটল ধরেছে ভিনিসিয়াস জুনিয়রের। এতটাই যে ব্রাজিলীয় তারকা রিয়াল মাদ্রিদ ছাড়ার কথা ভাবছেন! চলতি মরশুমে ক্লাবের জার্সিতে ১৩টি ম্যাচ খেলেছেন ভিনি। এর মধ্যে মাত্র তিনটি ম্যাচে পুরো নব্বই মিনিট খেলার সুযোগ পেয়েছেন। যা নিয়ে রীতিমতো বিরক্ত ছিলেন।

তবে সহ্যের বাঁধ ভেঙেছে রবিবাসরীয় এল ক্লাসিকোয়। সেদিন ৭২ মিনিটে ভিনিসিয়াসকে মাঠ থেকে তুলে নিয়েছিলেন আলোন্সো। যা মেনে নিতে পারেননি ব্রাজিলীয় তারকা। মাঠ ছাড়ার সময় ক্ষিপ্ত ভিনিকে কোচের দিকে তাকিয়ে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল। উত্তেজিত ব্রাজিলীয় তারকাকে বলতে শোনা যায়, সব সময় সেই আমি! ঠিক আছে, আমি দলই ছেড়ে দিচ্ছি। আমি চলে গেলে যদি ভাল হয়, তাহলে সেটাই হোক।

যা নিয়ে স্প্যানিশ মিডিয়াতে রীতিমতো সমালোচনার ঝড় উঠেছে। যদিও রিয়াল কর্তৃপক্ষ এই ঘটনায় ভিনিসিয়াসকে এই আচরণের জন্য কোনও শাস্তি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে অবশ্য রাগ কমেনি ভিনিসিয়াসের। বরং তিনি ক্লাব কর্তাদের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ঠিকমতো ম্যাচ টাইম না পেলে, তাঁকে নতুন করে ভাবতে হবে। প্রসঙ্গত, ভিনিসিয়াসের সঙ্গে ২০২৭ সাল পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে রিয়ালের।

টুর্নামেন্টে সেরার দৌড়ে স্মৃতি-দীপ্তি

লন্ডন, ২৮ অক্টোবর : ওয়ান ডে বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালে বুধবার গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা পরস্পরের মুখোমুখি। পরের দিন বৃহস্পতিবার নবি মুম্বইয়ে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে আরও একটা ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ। গত কয়েক বছরে দু'দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেড়েছে। সেমিফাইনালের আগে ভারতীয় শিবিরে সুখবর। হরমনপ্রীত কৌরের দল বিশ্বকাপ জয়ের আশা যেমন জিইয়ে রেখেছে, তেমনই টুর্নামেন্টের সেরা ক্রিকেটার হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন দলের সেরা ব্যাটার স্মৃতি মান্ধানাও। তবে শুধু স্মৃতিই নন, আইসিসি-র তালিকায় আছেন ভারতীয় অলরাউন্ডার দীপ্তি শর্মাও।

সাত ম্যাচে স্মৃতির রান ৩৬৫। গড় ৬০.৮৩। দীপ্তির ঝুলিতে ১৫ উইকেট। বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারিদের তালিকায় যুগ্মভাবে শীর্ষে রয়েছেন দীপ্তি। ব্যাট হাতেও দু'টি হাফ সেঞ্চুরি আছে তাঁর। স্মৃতিদের লড়াই অস্ট্রেলিয়ার আলানা কিং, দক্ষিণ আফ্রিকার লরা উলভার্ট, অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি, অ্যাশলে গার্ডনারদের সঙ্গে।

বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে হরমনপ্রীতদের নিয়ে আশায় প্রাক্তন অধিনায়ক মিতালি রাজ। তিনি বলেন, নক আউট ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াও চাপে থাকবে। বিশেষ করে তারা যখন ভারতের মুখোমুখি হবে। আমাদের মেয়েদের মধ্যেও এই বিশ্বাস নিশ্চয় বেড়েছে যে, অস্ট্রেলিয়াকেও হারানো সম্ভব। এই বছর আমাদের মেয়েরা যে পরিমাণ ম্যাচ জিতেছে, খেলোয়াড়রা যে ফর্মে রয়েছে এবং দলটাও যে গতি পেয়েছে, তাতে বিশ্বাসটা নিশ্চয় রয়েছে বলেই মনে করি। এদিকে প্রথম সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নামার আগে ইংল্যান্ডের চিন্তা বোলিং অলরাউন্ডার সোফি একলেস্টোনের চোট। তাঁর খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

প্রথম ভারতীয় মিক্সড ডাবলস জুটি হিসেবে ডব্লুটিটি ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলেন মানুশ শাহ ও দিয়া চিতলে

শামির আগুনে ছারখার গুজরাট

বাংলাকে জিতিয়ে বার্তা নির্বাচকদের

৫ উইকেটের স্মারক বল হাতে শামি।

প্রতিবেদন : ভারতীয় দলে তাঁকে ব্রাত্য রাখা হয়েছে। জাতীয় নির্বাচক প্রধান অজিত আগারকর কার্যত উপেক্ষার সুরেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, মহম্মদ শামির ফিটনেস নিয়ে তাঁর কাছে কোনও তথ্য নেই। কোনও ম্যাচ তো খেলেননি। জবাব দেওয়ার জন্য বাংলার জার্সি গায়ে চাপিয়ে রঞ্জি ট্রফির মঞ্চকেই হাতিয়ার করেছিলেন। ইডেনে দুই ম্যাচে ১৫ উইকেট। উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ৭ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা। দ্বিতীয় ম্যাচে গুজরাটের বিরুদ্ধে দুই ইনিংস মিলিয়ে নিলেন ৮ উইকেট। তার মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট। দুই ম্যাচে ১৫ উইকেটে আগারকরদের বার্তা, তিনি এখনও ফুরিয়ে যাননি। চোট সারিয়ে কামব্যাক করে ম্যাচে শাহবাজ আহমেদের ঝুলিতে ৯ উইকেট। দুই বোলারের দাপটে গুজরাটকে ১৪১ রানে হারিয়ে ফের ৬ পয়েন্ট ঘরে তুলল বাংলা। রঞ্জি ট্রফিতে প্রথমবার গুজরাটকে হারিয়ে নজির বঙ্গ ব্রিগেডের। টানা দুই ম্যাচ জিতে (১২ পয়েন্ট) রঞ্জির নক আউটের দৌড়ে ভাল জায়গায় অভিমন্যু ঈশ্বরণরা।

শামির রিভার্স সুইং মুগ্ধ করেছে প্রাক্তন নির্বাচক প্রধান চেতন শর্মাকেও। ইডেন থেকে বেরনোর সময় চেতন বলেন, লাল বলে সেরা ফর্মের শামিকে দেখাটা আলাদা অনুভূতি। ওর রিভার্স সুইংয়ের আমি ভক্ত। দারুণ জায়গায় বল রেখে গেল। ওর ফিটনেস সমস্যা থাকলে এত উইকেট পেত না! ম্যাচের পর শামি নিজেও জানিয়ে দিলেন, ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেই তো নিজেকে তৈরি করতে হবে। নিজেকে প্রমাণ করার মধ্যে খারাপ কিছু তো দেখছি না। ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে তারকা পেসার বলেন, আমি ভাগ্যে বিশ্বাসী। কপালে যা আছে হবে! ম্যাচ জেতানোই আমার কাজ। আমি সম্পূর্ণ তৈরি।

মঙ্গলবার ম্যাচের শেষ দিন জেতার জন্য গুজরাটের সামনে ৩২৭ রানের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল বাংলা। ২১৪-৮ স্কোরে দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ার করেন অনুষ্টুপরা। জবাবে একটা সময় ৫০-৩ হয়ে যায় গুজরাটের। প্রথম বলেই ওপেনার অভিষেক দেশাইকে ফেরান শামি। বাকি দুই উইকেট আকাশ দীপ ও শাহবাজের। এরপর বাংলার জন্য পরিস্থিতি কঠিন করে দেয় উর্ভিল প্যাটেল ও জয়মিতের জুটি। আচমকা আঙুলে চোট পেয়ে উর্ভিল উঠে গেলে নাটকীয়ভাবে ম্যাচের রং বদলে যায়। শাহবাজের সঙ্গে তখন শামিও রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘের মতো বোলিং শুরু করেন। তারকা পেসারের রিভার্স সুইংয়ের কোনও জবাব ছিল না গুজরাট ব্যাটারদের কাছে। ম্যাচের শেষ দিন দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮৫ রানে গুটিয়ে যায় গুজরাট। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৮ রানে ৫ উইকেট শামির। শাহবাজের ৩ উইকেট। শিলিগুড়িতে হারের ২১ বছর পর জবাব দিল বাংলা।

জবিদের দাপটে ফাইনালে ডায়মন্ড

জোড়া গোলের উচ্ছ্বাস জবির।

প্রতিবেদন : অয়েল ইন্ডিয়া গোল্ড কাপের ফাইনালে ডায়মন্ড হারবার এফসি। মঙ্গলবার অসমের ধুলিজানের নেহরু ময়দানে সেমিফাইনালে কিবু ভিকুনার দল ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিল স্থানীয় ক্লাব ইউনাইটেড চিরাংদুয়ার এফসি-কে। ডায়মন্ড হারবারের হয়ে জোড়া গোল করেন জবি জাস্টিন। বাকি দু'টি গোল স্যামুয়েল ও লালিয়ানসাঙ্গার। বৃহস্পতিবার ফাইনালে ডায়মন্ডের সামনে শিলং লাজং এফসি।

ম্যাচে আগাগোড়া প্রাধান্য নিয়ে খেলে বড় জয় তুলে নেয় কিবুর দল। ১৭ মিনিটে স্যামুয়েলের গোলে এগিয়ে যায় ডায়মন্ড হারবার। বিরতির আগেই গোলশোধ করে দেয় চিরাংদুয়ার। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে জবিদের আগ্রাসী ফুটবলের কোনও জবাব ছিল না প্রতিপক্ষের কাছে। ব্রাইট এনোবাখারে নামার পরই ডায়মন্ডের আক্রমণে ঝাঁজ বাড়ে। ৭১ মিনিটে জবির অসাধারণ হেডে এগিয়ে যায় কিবুর দল। মিনিট ছয়েক পর লালিয়ানসাঙ্গার গোলে ব্যবধান ৩-১ করে ডায়মন্ড হারবার। ৮৮ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় ও দলের চতুর্থ গোলটি করেন জবি। ডায়মন্ড হারবারের সহকারী কোচ দেবরাজ চট্টোপাধ্যায় বলেন, আই লিগ কবে হবে জানি না। তার আগে আমাদের এই ধরনের টুর্নামেন্ট খেলে নিজেদের তৈরি রাখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ক্লাব সচিব মানস ভট্টাচার্য বলেন, ডুরান্ডের পর সেভাবে টুর্নামেন্ট ছিল না। এখানে খেলে নিজেদের যাচাই করার সুযোগ পেলাম। লাজংকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে ভাল লাগবে।

আজ গোয়ায় মহামেডান

প্রতিবেদন : শক্তিশালী লগ্নিকারী না থাকায় কোচ, ফুটবলারদের বকেয়া ইস্যুতে ফিফার ট্রান্সফার ব্যান তুলতে পারেনি ক্লাব। এই পরিস্থিতিতে সুপার কাপে অংশ নিতে বুধবার দুপুরের বিমানে গোয়া রওনা হচ্ছে মহামেডান। বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে গ্রুপের প্রথম ম্যাচ। আর্থিক সমস্যায় ম্যাচের আগের দিন মহামেডান গোয়া যাচ্ছে। বুধবার সকালে কলকাতায় অনুশীলন করে দুপুরে মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর দল গোয়া রওনা হবে। সজল বাগকে অফিস না ছাড়ায় ২১ জন ফুটবলার নিয়ে সুপার কাপ খেলতে যাচ্ছে সাদা-কালো ব্রিগেড।

শেষ চারে গেল বাংলা

প্রতিবেদন : অনূর্ধ্ব ১৯ বিনু মানকড় ওয়ান ডে টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে বাংলা। মঙ্গলবার রাজকোটে বৃষ্টির কারণে বাংলা ও মুম্বইয়ের মধ্যে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়। গ্রুপ পর্বে মুম্বইয়ের থেকে নেট রান রেটে এগিয়ে থাকায় সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে বাংলা। বৃহস্পতিবার শেষ চারের লড়াইয়ে বাংলার ছেলেদের সামনে পাঞ্জাব।

দুরন্ত মহেশ, বড় জয়ে স্বস্তি ফিরল ইস্টবেঙ্গলে

বিপিনকে অভিনন্দন মহেশের।

ইস্টবেঙ্গল ৪ চেন্নাইয়িন ০
(কেভিন, বিপিন ২, হিরোশি)

প্রতিবেদন : সুপার কাপের সেমিফাইনালে ওঠার আশা জিইয়ে রাখল ইস্টবেঙ্গল। প্রথম ম্যাচে ডেম্পোর সঙ্গে ২-২ ড্রয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল লাল-হলুদ। মঙ্গলবার দ্বিতীয় ম্যাচে চেন্নাইয়িন এফসিকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে লড়াইয়ে ফিরে এল অস্কার ব্রুজোর দল।

অসাধারণ খেললেন নাওরেম মহেশ। তাঁর নামের পাশে লেখা রইল অ্যাসিস্টের হ্যাটট্রিক! মণিপুরি উইঙ্গারকে আটকাতে এদিন কার্যত হিমশিম খেয়েছে চেন্নাইয়িন রক্ষণ। মিগুয়েল ফিগুয়েরার সঙ্গে একটা চমৎকার বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে মহেশের। যা এই মরশুমে অস্কারের অন্যতম সম্পদ হতে চলেছে।

আগের ম্যাচের ভুল এদিন করেননি অস্কার। গোলে ফিরিয়েছিলেন প্রভসুখন গিলকে। পাশাপাশি মিগুয়েলকে শুরু থেকেই মাঠে নামিয়েছিলেন তিনি। ফলে শুরু থেকেই মাঝমাঠ নিজেদের দখলে রেখেছিল ইস্টবেঙ্গল। তবে ম্যাচের দু'মিনিটেই লাল-হলুদ রক্ষণকে চমকে দিয়েছিলেন চেন্নাইয়িনের ফারুক চৌধুরি। তাঁর জোরালো শট কোনওরকমে রুখে দেন গিল। এর পরেই ম্যাচের রাশ পুরোপুরি নিজেদের হাতে তুলে নেন অস্কারের ফুটবলাররা। সুযোগও তৈরি হচ্ছিল একের পর এক। ৩৫ মিনিটেই প্রথম গোল। মহেশের ফ্রি-কিক থেকে হেডে বল জালে জড়ান কেভিন সিবিল্লে। চার মিনিট পরেই ২-০। এবার মহেশ বল সাজিয়ে দিয়েছিলেন বিপিন সিংয়ের উদ্দেশ্যে। গোল করতে ভুল করেননি বিপিন। বিরতির ঠিক আগে ফের মহেশ ম্যাজিক! তাঁর বাড়ানো থ্রুয়ে পা ছোঁয়াতে পারেননি হামিদ আহদাদ। যদিও ওত পেতে থাকা বিপিন বল জালে জড়াতে কোনও ভুল করেননি।

হামিদ গোল না পেলেও, তাঁর পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নেমে পেনাল্টি থেকে ৪-০ করেন হিরোশি ইবুসুকি। যা লাল-হলুদ জার্সিতে জাপানি স্ট্রাইকারের প্রথম গোল। এর কয়েক মিনিট আগেই মিগুয়েলের থ্রু ধরে বাঁ পায়ে চকিত শট নিয়েছিলেন হিরোশি। বল পোস্টে লেগে প্রতিহত না হলে, হিরোশির নামের পাশেও জোড়া গোল লেখা থাকত। শুক্রবার ডার্বি। তার আগে এই জয় মশাল বাহিনীকে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে।

ডার্বির আগে ড্র করে চাপে মোহনবাগান

দিমিত্রিরা গোল করতে ব্যর্থ।

মোহনবাগান ০ ডেম্পো ০

প্রতিবেদন : ডার্বির আগে পয়েন্ট নষ্ট করল মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গলের মতো বিদেশিহীন ডেম্পোর কাছে আটকে গেল সবুজ-মেরুনও। ফাতোরদার বেহাল মাঠে দিশাহীন ফুটবল খেলে গোলশূন্য ড্র করল জোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দল। শুক্রবারের সুপার কাপ ডার্বি জমিয়ে দিল ডেম্পোর তরুণ ব্রিগেড। মোহনবাগান এদিন পয়েন্ট নষ্ট করায় 'এ' গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে। সমসংখ্যক ম্যাচে সমান পয়েন্টে গোল পার্থক্যে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় স্থানে মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গলের গোল পার্থক্য ৪, মোহনবাগানের ২। ডার্বিতে ড্র হলে সুবিধা লাল-হলুদের।

চেন্নাইয়িন ম্যাচের দল থেকে প্রথম এগারোয় আটটি পরিবর্তন করেছিলেন মোলিনা। দিমিত্রি, কামিন্সকে আপফ্রন্টে রেখে ৪-৪-২ ফর্মেশনে শুরু করেন মোহনবাগান কোচ। কিন্তু স্প্যানিশ কোচের রণকৌশল প্রথমার্ধে কাজে লাগেনি। দুই উইং থেকে বল তুলে গোলমুখ খোলার চেনা ছক নির্বিষ করে দেয় ডেম্পোর রক্ষণ। গত কয়েকদিনের প্রবল বর্ষণে ফাতোরদার বেহাল মাঠ আরও সমস্যা বাড়ায় কামিন্সদের। তার মধ্যেই সুযোগ এসেছিল মোহনবাগানের সামনে। কিন্তু কামিন্স, দিমিরা ঠিক সময়ে, ঠিক জায়গায় না পৌঁছতে না পারায় গোল আসেনি। ৩৬ মিনিটে আশিসও একটি সুযোগ নষ্ট করেন।

দ্বিতীয়ার্ধে মোলিনা একসঙ্গে কয়েকটি বদল আনেন। মনবীর, আলবার্তো, ম্যাকলারেন, আপুইয়াদের নামিয়ে দেন। তাতেও ডেম্পোর তরুণ ব্রিগেডের প্রতিরোধ টপকে গোল তুলে নিতে ব্যর্থ মোলিনার ছেলেরা। রক্ষণে পায়ের জঙ্গল তৈরি করে মোহনবাগানের মাথাব্যথা বাড়ায় ডেম্পো।

মোহনবাগানের মুহুর্মুহু আক্রমণ আছড়ে পড়ে ডেম্পো রক্ষণে। কিন্তু আক্রমণে বৈচিত্র না থাকায় গোলের লকগেট খোলেনি। তারমধ্যেই সুযোগ এল। কিন্তু তিন কাঠিতে বল রাখতে পারেননি দিমিত্রি, মনবীররা। খেলার গতির বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিআক্রমণে গোলের সুযোগ পেয়েছিল ডেম্পোও। কিন্তু বিশাল কাইথের বিশ্বস্ত হাতে রক্ষা পায় মোহনবাগান।

মাঠে ময়দানে
29 October, 2025 • Wednesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অভিষেক শর্মা ফর্মে থাকলে চাপে পড়বে জস হ্যাজলউড, দাবি অভিষেক নায়ারের

মানুকা ওভালে আজ পরীক্ষা ভারতের

মিশন টি-২০। মঙ্গলবার মানুকা ওভালে টিম ইন্ডিয়ার প্রস্তুতি। এই সিরিজকে বিশ্বকাপের মহড়া বলে চিহ্নিত করেছেন সূর্য।

ক্যানবেরা, ২৮ অক্টোবর : একদিনের সিরিজের পর এবার টি-২০ সিরিজ। আরও একবার অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি টিম ইন্ডিয়া। বুধবার মানুকা ওভালে সিরিজের প্রথম ম্যাচ।

এশিয়া কাপের পর এই প্রথম টি-২০ ফরম্যাটে নামছেন ভারতীয়রা। একদিনের সিরিজ হারের পর, টি-২০ সিরিজ জিতে সূর্যকুমার যাদবেরা বদলা নিতে পারেন কি না, সেটাই দেখার। তবে ভারতীয় শিবিরকে অস্বস্তিতে রাখছে অধিনায়কের ফর্ম! এই বছরে ১১ ম্যাচে সূর্যর ব্যাট থেকে এসেছে মাত্র ১০০ রান। গড় ১১.১১! কোচ গৌতম গম্ভীর অবশ্য সাফ জানিয়েছেন, সূর্যর ফর্ম নিয়ে তিনি চিন্তিত নন। কারণ দলের দর্শন মেনে সূর্য শুরু থেকেই চালাচ্ছেন। রান না পেলেও, এই দর্শনে কোনও বদল আসবে না।

মানুকা ওভালের ২২ গজে কিন্তু গতি ও বাউন্স দুটোই রয়েছে। এছাড়া স্থানীয় আবহাওয়া অফিসের খবর, বুধবার ম্যাচ চলাকালীন বৃষ্টি হতে পারে। তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভবনা খুব একটা নেই। তবে আকাশ মেঘলা থাকায় স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে নতুন বল বাড়তি স্যুইং করতে পারে। যা জোরে বোলারদের জন্য কার্যকরী হতে পারে। পিচ কিউরেটর আবশ্য দাবি করেছেন, উইকেট টি-২০ ক্রিকেটের জন্য আদর্শ। আউটফিল্ড খুবই দ্রুত হওয়াতে স্কোরবোর্ডে ভালই রান উঠবে। তবে টস খুব একটা বড় ফ্যাক্টর হবে না বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ পরিসংখ্যান বলছে, এই মাঠে প্রথম ব্যাটিং করা দল জিতেছে ১০ বার। আর রান তাড়া করা দল জিতেছে ৯ বার।

তবে অস্ট্রেলীয় মিডিয়া আবার অভিষেক শর্মাকে নিয়ে রীতিমতো মাতামাতি করছে। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে এসে অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক মিচেল মার্শের মুখেও উঠে এল বাঁ হাতি ওপেনারের প্রসঙ্গ। মার্শ বলে গেলেন, অভিষেক দারুণ প্রতিভাবান। ও শুরু থেকেই ব্যাটে ঝড় তোলে। যা ভারতীয় ইনিংসের ছন্দ তৈরি করে দেয়। ও আমাদের বোলারদের বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে। ওকে কড়া পরীক্ষার মুখে ফেলতে আমাদের বোলাররাও তৈরি রয়েছে।

পাশাপাশি মার্শ আবার আগাম হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন, এই সিরিজে আগ্রাসী ক্রিকেট খেলবে তাঁর দল। অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক বলেছেন, শেষ দুটো বিশ্বকাপে আমরা প্রত্যাশাপূরণ করতে পারিনি। তাই এই সিরিজকে আগামী বছরের বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসাবেই দেখছি। আগ্রাসী ক্রিকেটই হবে আমাদের হাতিয়ার। হয়তো সব সময় সফল হব না। কিন্তু তাতেও আমাদের ক্রিকেটীয় দর্শন পাল্টাবে না। কারণ এভাবেই খেললে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি থাকে।

মার্শ আরও বলেছেন, ভারত দারুণ শক্তিশালী দল। ওদেরকে সম্মান করি। একটা রোমাঞ্চকর সিরিজ হতে চলেছে। আমরা অবশ্য নিজেদের লক্ষ্যে স্থির রয়েছি। বিশ্বকাপের আগে আটটা ম্যাচ খেলার সুযোগ পাব। দল হিসাবে সঠিক পথেই এগোচ্ছি বলে মনে করি। এবার ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ জিতে আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে নিতে চাই। লেগস্পিনার অ্যাডাম জাম্পা ব্যক্তিগত কারণে এই সিরিজ থেকে সরে গিয়েছেন। তারকা পেসার জস হ্যাজলউডকে সিরিজের শেষ তিনটে ম্যাচে পাওয়া যাবে না। মার্শ যদিও বলছেন, আমাদের হাতে বিকল্পের কোনও অভাব নেই।

সূর্যদের দু'দিনের প্র্যাকটিসে জোর দেওয়া হয়েছে ফিল্ডিংয়ে। বিশেষ করে ক্যাচের দিকে। এই বিষয়ে আরও উন্নতি চান গম্ভীর। দলে ঢোকার লড়াই রয়েছে দুই পেসার অলরাউন্ডার শিবম দুবে ও নীতীশ রেড্ডির মধ্যে। এঁদের মধ্যে শিবম এশিয়া কাপে মোটামুটি ভালই বল করেছিলেন। অন্যদিকে, নীতীশ চোটের জন্য একদিনের সিরিজের শেষ ম্যাচ খেলতে পারেননি। যদিও তিনি এখন ফিট। নেটে বোলিং ও ব্যাটিং দুটো করেছেন। তবে দু'জনের মধ্যে কে খেলবেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

সূর্যদের সঙ্গেই হয়তো দেশে ফিরবেন শ্রেয়স

সিডনি, ২৮ অক্টোবর : আইসিইউ থেকে ছাড়া পেলেন শ্রেয়স আইয়ার। জানা গিয়েছে, শ্রেয়সের শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল। অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণও বন্ধ হয়েছে। তাঁর পাশে রয়েছেন বোর্ডের চিকিৎসক রিজওয়ান খান। আরও দুটো দিন শ্রেয়স হাসপাতালেই থাকবেন। তারপর ঠিক হবে পরবর্তী চিকিৎসা প্রক্রিয়া কীভাবে এগোবে। এদিকে, মঙ্গলবার ভারতের টি-২০ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব বলেছেন, আমার সঙ্গে শ্রেয়সের কথা হয়েছে। ও কথা বলতে পারছে, মেসেজের জবাব দিচ্ছে, তার মানে আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ।

হাসপাতালের শয্যায় শ্রেয়স।

সূর্য আরও জানিয়েছেন, তৃতীয় একদিনের ম্যাচে ক্যাচ ধরতে গিয়ে শ্রেয়স যখন চোট পান, তখন তাঁরা বুঝতে পারেননি, চোট এতটা গুরুতর। সূর্যর বক্তব্য, বাইরে থেকে দেখে মনে হয়েছিল সাধারণ চোট লেগেছে। কিন্তু ড্রেসিংরুমে ফেরার পর ও জ্ঞান হারিয়েছিল। ফলে দ্রুত ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সূর্যর রসিকতা, শ্রেয়স তো বিরল প্রতিভা। তাই ওর বিরল ধরনের চোট লেগেছে। ঈশ্বর ওর সঙ্গে রয়েছেন। বোর্ডও সব ধরনের সাহায্য করছে। আশা করছি, ওকে আমাদের সঙ্গেই দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। প্রসঙ্গত, টি-২০ সিরিজ শেষ হচ্ছে ৮ নভেম্বর। আরও ১১ দিন পর। ততদিনে শ্রেয়স সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে, ছেলের সুস্থতার খবর পেয়ে স্বস্তিতে শ্রেয়সের বাবা-মা। তাঁরা আপাতত অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন না বলেই খবর।

বাজবল নিয়ে পাল্টা স্মিথের

মেলবোর্ন, ২৮ অক্টোবর : অ্যাসেজ সিরিজে বাজবল কোনও কাজে লাগবে না। ইংল্যান্ডকে আগাম হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন স্টিভ স্মিথ। আগামী ২১ নভেম্বর পারথে শুরু হবে অ্যাসেজের প্রথম টেস্ট। প্যাট কামিন্সের অনুপস্থিতিতে ওই টেস্টে নেতৃত্ব দেবেন স্মিথ। মঙ্গলবার স্মিথ বলেছেন, অস্ট্রেলিয়ার পিচ এবং পরিবেশ আলাদা। এখানে বাজবল কোনও কাজে আসবে না। চেনা পরিবেশে আমাদের ফাস্ট বোলারদের খেলা মোটেই সহজ হবে না ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের। যদি ওরা সব বলেই চালাতে যায়, তাহলে বিপদে পড়বে। সব মিলিয়ে অ্যাসেজে ইংল্যান্ডের পরীক্ষা নিতে আমরা তৈরি। অস্ট্রেলিয়ার পিচে রান পাওয়ার জন্য ব্যাটারদের ধৈর্য ধরতে হয়। চেনা পরিবেশে আমাদের পেসাররা ভয়ঙ্কর।

রান আসবেই, আত্মবিশ্বাসী সূর্য

কোচ গম্ভীরের সঙ্গে খোশমেজাজে ভারত অধিনায়ক। মঙ্গলবার।

ক্যানবেরা, ২৮ অক্টোবর : ব্যক্তিগত ফর্ম নিয়ে চিন্তিত নন সূর্যকুমার যাদব। মঙ্গলবার মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে ভারতের টি-২০ অধিনায়ক স্পষ্ট বলে দিলেন, প্রচুর পরিশ্রম করছি। নেটে অনেকক্ষণ ব্যাট করছি। রান আসবেই। আসল হল পরিশ্রম। আমি আপাতত একটা করে ম্যাচ ধরে এগোচ্ছি। জানি, একটা ম্যাচে রান পেলেই ছবিটা বদলে যাবে। আশা করছি, এই সিরিজেই রানে ফিরব।

সূর্য আরও জানাচ্ছেন, অস্ট্রেলিয়া সিরিজকে ভারতীয় শিবির টি-২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি মঞ্চ হিসাবেই দেখছে। তিনি বলেছেন, এশিয়া কাপ থেকেই আমরা বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি। এই সিরিজকেও বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসাবেই দেখছি। সূর্যর সংযোজন, টি-২০ ফরম্যাটে আমরা গত কয়েক বছর যেভাবে খেলেছি, এই সিরিজেও সেটা খেলার চেষ্টা করব। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেলা সব সময়ই চ্যালেঞ্জ। তবে এই চ্যালেঞ্জকে ইতিবাচক ভাবেই নিচ্ছি।

সূর্যর বক্তব্য, আমরা দুটো দিন পেয়েছি প্রস্তুতির জন্য। আমাদের দলে এখন প্রচুর বিকল্প। যে কেউ যে কোনও জায়গায় ব্যাট করতে পারে। দল নির্বাচন ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। তবে হাতে বিকল্প থাকা দলের জন্য ভাল। আমাদের সবার লক্ষ্য এক। সেটা হল দলের জয়। তাই বাদ পড়লেও কেউ কিছু মনে করে না। কারণ সবাই জানে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে দলের স্বার্থে। অধিনায়ক হিসাবে আমিও সবার সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশি। সবাইকে বলি তৈরি থাকার জন্য। কারণ যে কোনও দিন সুযোগ চলে আসতে পারে।

একদিনের সিরিজে বিশ্রাম পাওয়া জসপ্রীত বুমরা যে টি-২০ সিরিজে দলের অন্যতম সেরা অস্ত্র, সেটা স্বীকার করছেন সূর্য। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজেকে পারফরম্যান্সের শীর্ষে রেখেছে বুমরা। আমাদের দলের সদস্যদের মধ্যে ও-ই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সবথেকে বেশি খেলেছে। ওর অভিজ্ঞতা তাই আমাদের সম্পদ। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, টি-২০ ক্রিকেটে পাওয়ার প্লে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর পাওয়ার প্লে-তে বুমরা আমাদের সেরা অস্ত্র।